কিংশুক

ভাগ – 2

শ্রেণি - IV

(রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা কর্তৃক বিকশিত)

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাটনা

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।

সৌজন্যে – রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, পাটনা, বিহার।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ।

@ বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাটনা

সর্ব শিক্ষা অভিযান ঃ 2012 - 13

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহার রাজ্যের প্রাথমিক শ্রেণিগুলির জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক মুদ্রিত করা হোল। এই বইটিকে বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত করা হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানোপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

আশুতোষ, ভা.ব.সে

নির্দেশক,

বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লি০

দিক্ নির্দেশ - সহ পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমন্বয় সমিতি

* **শ্রী রাজেশ ভূষণ,** রাজ্য পরিযোজনা নির্দেশক
বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **শ্রী মুখদেব সিং** - ক্ষেত্রীয় শিক্ষা উপনির্দেশক
তিরহুত প্রমন্ডল
* **শ্রী বসন্ত কুমার** -- শৈক্ষিক নিবন্ধক,
বি. এস. টি. পি. সি. পাটনা
* **ড. শ্বেতা শান্ডিল্য** -- শিক্ষা বিশেষজ্ঞ,
ইউনিসেফ, পাটনা
* **শ্রী হাসান ওয়ারিস** -- নির্দেশক
এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **শ্রী রামেশ্বর পান্ডেয়** -- কার্যক্রম পদাধিকারী,
বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **ড. এস. কে. মোইন** — সদস্য সচিব
বিভাগাধ্যক্ষ, এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **ড. জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি** — প্রাচার্য,
টি. আই. এইচ. এস, পাটনা

সংযোজক :

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার পাটনা

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়,	অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) বি. এন. কলেজ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়
ড০ বীথিকা সরকার,	শিক্ষক পাটনা কলেজিয়েট স্কুল (প্রতিবেদক)
ড০ সাধনা রায়,	অধ্যাপক কলেজ অফ কমার্স, পাটনা, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়
ড০ শুভ্রা চৌধুরী,	সহশিক্ষক, রঘুনাথ প্রসাদ বালিকা দ্বাদশীয় বিদ্যালয়, পাটনা
কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য,	সহশিক্ষক, মারোয়ারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাটনা ।
গৌরদাস বর্মণ,	প্রধান শিক্ষক, চৌতরোয়া, পশ্চিম চম্পারণ
শঙ্কর কুমার সরকার,	সহশিক্ষক, মধ্য বিদ্যালয়, মঝরিয়া কলোনী, বেতিয়া,
শুভলক্ষ্মী লাহিড়ী,	সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা
অনিতা মল্লিক,	সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা
ড০ শামা পরভীন,	সহশিক্ষক, রাজকীয় মধ্যবিদ্যালয় পালি, বিহিটা,

সমীক্ষক

ড০ শুভ্রা গুপ্ত	ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বি. আর. এ. বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মজফ্ফরপুর,
ড০ মায়া ভট্টাচার্য	ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং 'বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2008 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইটি রচনা কালে মনে রাখা হয়েছে — "শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল বিহারের স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরনের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে।" এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয় জীবন ও তার বাইরের জীবন চর্যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকা উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনীশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃজনাত্মক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্টপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। লেখক-পরিচয়, মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে। গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে। গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমানতার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয়।

হাসান ওয়ারিস
নির্দেশক
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,
পাটনা, বিহার

সংকলকের প্রতিবেদন

নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে চতুর্থ শ্রেণির জন্য এই সংকলনটি প্রকাশিত হোল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি ও লেখকদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নির্বাচিত অংশ নিয়ে এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীদের মনে বাংলা গদ্য ও পদ্যের ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বুনিয়াদি ধারনা গড়ে দেওয়াই বর্তমান সংকলনের মূল উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষার নানা ধরনের রচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটা বাঁধা ধরা সময় সীমার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হয়। এই সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশের সহায়করূপে বইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। যে ভাবধারা, মতান্ধতা ও অন্য প্রকার প্রগতি বিরোধী সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় সেই জাতীয় ভাবধারা-সম্বলিত লেখা এখানে পরিহার করে সংবেদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রগতিশীল রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিশুমনের অহেতুক ভীতি, শিশুমনের কল্পনা, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে সহায়ক লেখাগুলিকে চয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি পাঠের খানিকটা অংশ পড়ার পর পাঠ্যাংশের সম্ভাবিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। মূল পাঠের শেষে বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, যার শীর্ষক 'পাঠবোধ'।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটিতে যথাসম্ভব পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সরল বানান অনুসরণের ~~করবার~~ চেষ্টা করা হয়েছে এবং কম্প্যুটারে ছাপার সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষরগুলির সরল রূপ দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হোল। যেমন — রু - রু, রূ - রূ, শু - শু, স্তু স্তু, ত্ত - ত্ত, ন্ড - ন্ড, ঙ্গ - ঙ্গ, দ্ধ - দ্ধ, বাড়ী - বাড়ি, পাখী - পাখি, শ্রেণী - শ্রেণি, কাহিনী - কাহিনি ইত্যাদি।

জেনে রেখো, বিশিষ্ট লেখক ও কবিদের সংকলিত পাঠগুলিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে সেই বানানগুলির সরল রূপ 'পাঠ পরিচয়' ও 'পাঠবোধ' এ দেওয়া হোল। শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাতে এই নতুন বানান অনুসরণ করবে।

'কি' এবং 'কী' এর সংশয় দূর করবার জন্য জেনে রাখা প্রয়োজন, কোনো প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' হলে 'কি' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি যাবে কি ? উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'। প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর হলে 'কী' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি কী খাচ্ছ ? উত্তর — চিনেবাদাম খাচ্ছি। এই পার্থক্য বিশদভাবে নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'কিংশুক' রাখা হয়েছে। কুঁড়ি বিকশিত হয়ে পরবর্তী স্তরে ফুলে পরিণত হয়। 'কোরক' যে শিশুদের পাঠ্য তার পরবর্তী স্তর কিংশুক। কিংশুকের অর্থ পলাশ ফুল। পলাশ ফুবের রঙ উজ্জ্বল লাল। রঙটি জীবনের অফুরন্ত শক্তির দ্যোতক। পলাশ গাছ সাধারণতঃ জন্মায় কঠিন মাটির ওপর। মাটির কঠোরতা তার স্বাভাবিক পরিস্ফুটনে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের দেশে শিশুরাও বেড়ে ওঠে প্রতিকূল পরিবেশের বাধাকে অতিক্রম করে। তাদের কথা মনে রেখেই এই বইটির নামকরণ করা হয়েছে।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা - নিরীক্ষা মূলকভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক সৃজনশীল পরামর্শ আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব।

শিক্ষার্থীরা যাতে কেবলমাত্র মুখস্ত বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে সেইজন্য শিক্ষকদের যথারীতি যত্নবান হয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বীথিকা সরকার

কোথায় কী আছে

বিষয়		পৃষ্ঠা
1. **শিশুর প্রার্থনা** *অন্নদাশঙ্কর রায়*	(কবিতা)	1 – 4
2. **কে বড়** *উপনিষদের কাহিনী*	(গল্প)	5 – 10
3. **রবিবার** *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*	(কবিতা)	11 – 14
4. **কুয়োর ব্যাঙ** *সংকলিত*	(গল্প)	15 – 21
5. **শকুন্তলা** *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর*	(গল্প)	22 – 28
6. **আদর্শ ছেলে** *কুসুমকুমারী দাশ*	(কবিতা)	29 – 32
7. **চিড়িয়াখানা** *লীলা মজুমদার*	(রচনা)	33 – 40
8. **কাজলা দিদি** *যতীন্দ্র মোহন বাগচি*	(কবিতা)	41 – 43
9. **শীলভদ্র** *(সংকলিত)*	(রচনা)	44 – 49
10. **বাণিজ্যেতে যাব** *আশরফ সিদ্দিকি*	(কবিতা)	50 – 53
11. **অবাক জলপান** *সুকুমার রায়*	(নাটক)	54 – 62

12. মিথ্যে কথা *শঙ্খ ঘোষ*	(কবিতা)	63 – 66
13. গান্ধিজী ও আনোয়ার *(সংকলিত)*	(গল্প)	67 – 72
14. ভাই বোন *সামসুল হক*	(কবিতা)	73 – 75
15. চুপিরাম *রেবন্ত গোস্বামী*	(গল্প)	76 – 84
16. ছাপাখানার জন্ম *দেবাশিস্ ঘোষ*	(রচনা)	85 – 91
17. বুমির ইচ্ছা *নরেশ গুহ*	(কবিতা)	92 – 96
18. ষাঁড় গাধা ছাগলের কথা *সুকান্ত ভট্টাচার্য*	(গল্প)	97 – 102
19. লক্ষ টাকার গাছ *গুরুচরণ সামন্ত*	(রচনা)	103 – 108
20. বাবার চিঠি *বুদ্ধদেব বসু*	(কবিতা)	109 – 112
21. জানে শুধু মা *কৃষ্ণদয়াল বসু*	(গল্প)	113 – 118
22. টুপুর যখন পড়ুয়া *প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়*	(কবিতা)	119 – 121
23. ছবি ও গল্প *সুকুমার রায়*		122 – 122

শিশুর প্রার্থনা

অন্নদাশঙ্কর রায়

জগৎ জুড়ে ভয়ের মেলা
ভয় লাগে যে সারা বেলা
কেমন করে করব খেলা
ভয় ভেঙে দাও প্রভু।

আমার খেলাঘর এ ধরা
আমার আপনজনে ভরা
পরকে চাই আপন করা
ভয় ভেঙে দাও প্রভু।

ভয় ভেঙে দাও সকল লোকের
সকল রোগের সকল শোকের
সকল রকম ভয়ানকের
ভয় ভেঙে দাও প্রভু।

খেলব আমি আপন মনে
সারা দিবস অকারণে
তুমি থেকে সংগোপনে
ভয় ভেঙে দাও প্রভু।

জেনে রাখো

অকারণ —	বিনা কারণে	ধরা —	পৃথিবী
শোক —	প্রিয়জনকে হারানোর দুঃখ	সংগোপন —	আড়লে
প্রভু —	মালিক	দিবস —	দিন

কাব্য পরিচয়

ছোট শিশুর কাছে এই পৃথিবীটা যেন একটি খেলাঘর । শিশুর নানা ধরনের ভয় তার খেলায় বাধা সৃষ্টি করেছে, তাই সে ঈশ্বরের কাছে মনের সকল ভয় দুর করা, রোগ, শোকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ও পরকে আপন করার জন্য প্রার্থনা জানায় । শিশু কেবল নিজের জন্যই নয় সে সবার ভালর জন্যও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় ।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তরটিতে (√) চিহ্ন দাও ।

1. 'শিশুর প্রার্থনা কবিতাটি কার লেখা ?

(ক) অন্নদাপ্রসাদ রায়, (খ) অন্নদা ঠাকুর

(গ) অন্নদাশঙ্কর রায়, (ঘ) অন্নদা রায় ।

2. শিশু কী ভেঙে দেওয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে ?

(ক) খেলনা, (খ) ভয়,

(গ) পাহাড়, (ঘ) প্লেট ।

3. শিশু তার খেলাঘরটি কত বড়ো করতে চায় ?

(ক) সমস্ত গ্রামের মত, (খ) নিজের স্কুলের মত,

(গ) সমস্ত পৃথিবীর মত, (ঘ) নিজের বাড়িটুকুর মত ।

4. শিশু কাকে চায় তার সঙ্গে সংগোপনে থাকুক ?

(ক) বন্ধু (খ) বাবা

(গ) শিক্ষক মহাশয় (ঘ) ভগবান

5. শিশুটি জগৎ জুড়ে কিসের মেলা দেখছে ?

(ক) শিশুর মেলা (খ) পশুর মেলা

(গ) খুশির মেলা (ঘ) ভয়ের মেলা

6. এই জগৎ শিশুর কাছে কী মানে হচ্ছে ?

(ক) খাবার ঘর (খ) গোয়াল ঘর

(গ) খেলা ঘর (ঘ) বন্ধুর ঘর

7. 'ক' এর শব্দগুলির সঙ্গে 'খ' এর শব্দ যোগ করে বাক্য তৈরি করো

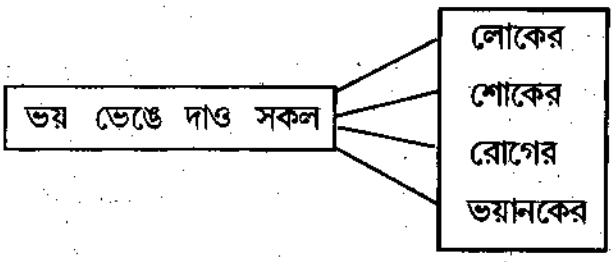

ভয় ভেঙ্গে দাও সকল লোকের

....

....

....

8. নিচের অক্ষরগুলি মিলিয়ে শব্দ বানাও

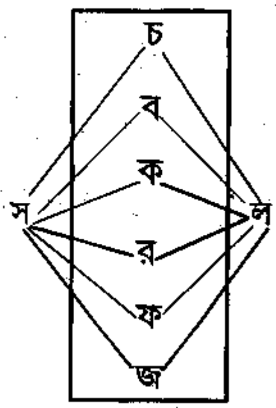

সকল

....

....

....

....

....

9. 'হাঁ' অথবা 'না' লিখে উত্তর দাও

(ক) ভয়ের খেলায় শিশু খেলতে ভয় পাচ্ছে ....

(খ) শিশু চায় রোগ শোকের ভয় যেন থেকে যায় ....

(গ) খেলাঘরটি শিশুর হাতে ধরা রয়েছে ....

(ঘ) এই ধরার খেলাঘরে শিশু খেলতে চায় ....

(ঙ) শিশু পরকে আপন করতে চায় ....

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. শব্দগুলি ঠিক করে লেখো

জুরে প্রভূ

অকারনে সংগোপণে

দিবশ

2. করতে পারো

কবিতাটি মুখস্ত করো ।

কে বড়

"আমি বড়, আমি বড়,
সবার চেয়ে আমি বড় !"

মুখ বলে, আমিই বড় ! কান বলে, আমি বড় । চোখ বলে, আমিই বড় । মন বলে, সবার চেয়ে আমিই বড় । নিজের কাছে কেউ ছোট নয়, ছোট হ'ল অন্যে। মুখ কান চোখ মন প্রত্যেকেই হামবড়া ।

তারপর সুরু হ'ল গলাবাজি । মুখ বলছে, জীবনটাই হ'ল মুখ সর্বস্ব; মুখের কথাই যদি চলে গেল তো কী রইল আর ? কান বলছে, কানের শোনাই যদি বন্ধ হ'ল তো রইল কী আর ? চোখ বলছে, চোখের দৃষ্টিই যদি না থাকে তো কী রইল আর ? মন বলছে, মনের ভাবনাই যদি না রইল তো কী হবে আর? চোখ মুখ কান সবাই সবার চেয়ে বড়, কেউই কারো চেয়ে ছোট নয় ।

গলাবাজির চোটে মুখের হ'ল মুখ-ব্যথা, কানের হ'ল কান কামড়ানো, চোখের হ'ল চোখ-টাটানো আর মনের হ'ল মনের যন্ত্রণা । শুধু মিটমাটটাই যা হ'ল না ।

উপায় না দেখে, গেল সবাই সবার পিতা—সবার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে— তিনি বলে দেবেন কে বড় ?

"পিতা পিতা, আমাদের মধ্যে কে বড় — বলে দিন, পিতা । চোখ বড় না মুখ বড়, কান বড় না মন বড় — বলে দিন, পিতা ।" — চোখ মুখ কান মন সবাই এসে ঘিরে ধরল সবার পিতা ব্রহ্মাকে ।

কিন্তু কাকেই বা ব্রহ্মা মুখ ফুটে বড় বলবেন,—এককে বড় করে আরকে ছোট করবেন! চোখ মুখ কান মন সকলেই তো তাঁর সৃষ্টি, তাঁর সন্তান ! জল বায়ু আকাশ, গাছ-পালা মাটি, পাহাড় - প্রান্তর - মরু সবই তো তাঁর সৃষ্টি ! এই দেহ-মন-প্রাণ, জন্তু-জানোয়ার, দেব-দৈত্য নর সবই তো তাঁর সৃষ্টি ! তিনি জানেন সৃষ্টির মধ্যে বড় কি, তিনি জানেন জীবের মধ্যে বড় কি—চোখ না মুখ, কান না মন । কিন্তু খাঁটি কথা বলে দিয়ে কাকে তুষ্ট আর কাকেই বা রুষ্ট করবেন? তাই ভাবলেন পরীক্ষা দিয়ে ওরা নিজেরাই ঠিক করে নিক -- কে বড়।

ব্রহ্মা তখন বললেন, -- "শোনো মুখ, শোনো চোখ, শোনো কান, শোনো মন! যে দেহ ছেড়ে চলে গেলে দেহ সবচেয়ে কাহিল হয়ে পড়বে সে-ই সবার চেয়ে বড়।"

সবাই ভাবছে কে বড় ? চোখ নয়, কান নয়, মুখ নয়, মনও নয়—তবে কে বড় ? সবার চাইতে কে বড় ?

দেহের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের রাজ-সিংহাসনে প্রাণ বসেছিল আপন মনে । ভাবছিল-নিশ্বাসে সে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে সকল দেহে, দেহের সকল কোঠায় । ছড়িয়ে তাকে চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মুখের বলায় আর, মনের ভাবনায়। ছড়িয়ে দিয়েছে তাকে শিরায় উপশিরায় -- হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে সকল কাজে, সকল কর্মে । সকলের সঙ্গে সেই তো নাড়ীর টানে বাঁধা। কিন্তু তার কথা তো কেউই ভাবছে না । প্রাণ তাই ঠিক করল – এবার সে চলে যাবে সকলকে ছেড়ে, সেই বড় কিনা একটিবার দেখবে সে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. 'মুখ সর্বস্ব' কথাটি কে বলেছে ?
2. চোখ কী বলেছে ?
3. চোখ, কান, মন এরা একে অপর সম্পর্কে কী ভাবছে ?
4. অবশেষে এরা কার কাছে গেল ?
5. ব্রহ্মা কী বললেন ?

প্রাণ যেই তার আসন ছেড়ে দাঁড়াবে অমনি সর্বাঙ্গে পড়ল নিদারুণ টান । মনে হ'ল, সবকিছু ছিঁড়ে বুঝি খান খান হয়ে গেল । কানে লাগল টান,– কর্ণপটাহ ছিঁড়ে যায় বুঝি !

চোখে লাগল টান-চোখ ফেটে জল আসে বুঝি ! মুখে লাগল টান—জিভ খসে পড়ে বুঝি ! মনে লাগল টান, — মন ভেঙে যায় বুঝি! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে শুধু 'যায় যায়' আর্তনাদ, 'প্রাণ যায়' 'প্রাণ যায়' হাহাকার!

প্রাণকে আর দেহ ছেড়ে চলে যেতে হল না । সঙ্গে-সঙ্গে চোখ মুখ কান মন—দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবারে করজোড়ে স্তুতি করতে লাগল - "হে প্রাণ দেবতা, তুমি বড়, তুমি সবার চেয়ে বড়, তোমাকে প্রণাম করি ।

করুণা করো তুমি মুখ তুলে চাও । তোমার সঙ্গে জন্ম থেকে নাড়ীর টানে বাঁধা থেকেও বুঝিনি—তুমি এত বড় । তুমি আমাদের ক্ষমা করো, একবার সদয় হও ! তুমি চলে গেলে আমরা কেউই আর বাঁচব না ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. দেহের ভিতর প্রাণ কোথায় বসেছিল ?
2. কে নাড়ীর টানে বাঁধা ।
3. অবশেষে কার জয় হলো ?

তুমি আছ তাই আমরা সবাই আছি; তুমি না থাকলে তো আমরা প্রাণহীন, আমরা শক্তিহীন । হে কল্যাণময় প্রাণ দেবতা, তোমার কল্যাণই আমাদের কল্যাণ। হে করুণাময় প্রাণ পুরুষ, তুমি আমাদের বুকের মধ্যে চিরদিনের মত বাস করো।"

প্রাণ তখন হাসিমুখে বসল গিয়ে বুকের ভেতর—একেবারে প্রাণের মণিকোঠাটিতে।

চোখ মুখ কান মন অমনি বলে উঠল—"জয়, প্রাণের জয় ! সবার বড় প্রাণের জয়!"

(উপনিষদের কাহিনি)

জেনে রাখো

স্পন্দন	—	কম্পন	**নিদারুণ**	—	প্রচণ্ড
স্তুতি	—	প্রার্থনা, প্রশংসা	**বৃথা**	—	ব্যর্থ
সৃষ্টি	—	তৈরি	**সর্বাঙ্গে**	—	পুরো শরীরে

কর্ণ-পটাহ	—	কানের পর্দা	**হামবড়া**	—	নিজের বড়াই
মুক	—	বোবা			

পাঠ পরিচয়

প্রাচীন ভারতের ঋষিদের রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ। জেনে রাখো, বেদ চার প্রকার—ঋক্, সাম, যজু ও অর্থব। প্রতিটি বেদের চারটি করে ভাগ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। উপনিষদে মানুষের জীবনের আদর্শের দিকগুলিকে নানারকম গল্পের মাধ্যমে বলা হয়েছে। উপনিষদ থেকে নেওয়া 'কে বড়' পাঠটিতে মানুষের শরীরের কোন্ অংশ শ্রেষ্ঠ সেই আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. চোখ, কান, মুখ, ও মন এরা প্রত্যেকেই কী ভাবছিল ?
2. দেহের মধ্যে প্রাণ কোথায় ছড়িয়ে আছে ?
3. প্রাণ, দেহ ছেড়ে কেন চলে যেতে চেয়েছিল ?
4. সবাই হাত জোড়করে কাকে স্তুতি করছিল ?
5. অবশেষে প্রাণ কি খুশি হলো ?
6. ব্রহ্মা কাউকে বড় বললেন না কেন ?

সংক্ষেপে লেখো

7. প্রাণের সম্বন্ধে অন্যেরা ভাবছিলনা কেন ?
8. প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে যেতে চায় কেন ?
9. 'যায় যায়' শুধু আর্তনাদ হচ্ছিল কেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

10. সবাই মিলে কার স্তুতি করছিল ও কেন করছিল ?

11. দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কার গুরুত্ব বেশি এবং কেন বেশি ? লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলিকে বহুবচনে লেখো

যেমন — বই — বইগুলি, মেয়ে — মেয়েরা

ছেলে	শিক্ষক	পাতা
কলম	তুমি	আমি
সে	বোন	যে
ও	গাড়ি	পথ

জেনে রাখো

যে শব্দের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝায়, তাকে বচন বলে । যেমন,

আমার একটা পোষা কুকুর আছে ।

পাখি সব করে রব ।

তোমরা কখন যাবে ?

প্রথম উদাহরণে একটি পোষা কুকুরের কথা বলা হয়েছে । পাখি সব বলতে অনেক পাখি বোঝায় । তোমরা অর্থাৎ অনেক লোক ।

বাংলায় বচন দুরকমের । যেমন,

(ক) একবচন (খ) বহুবচন

একবচন ঃ একজন ব্যক্তি বা একটি মাত্র সংখ্যা বোঝালে, তাকে **একবচন** বলে । যেমন,

গাছটিতে একটি কাক বসে আছে।

গাছটি, একটি কাক — এসব শব্দগুলিতেই একটি সংখ্যা বোঝানো হয়েছে; এগুলি একবচনের উদাহরণ।

বহুবচন

একের বেশি বা অনেক সংখ্যা বোঝানো হলে, বহুবচন হয়। যেমন,

বালকেরা মাঠে খেলছে।

মেয়েরা গাছের দেখাশোনা করছে।

বৃদ্ধরা তাস খেলছে।

একবচন	**বহুবচন**
বালক	বালকেরা
মেয়ে	মেয়েরা
বৃদ্ধ	বৃদ্ধরা

2. বিপরীত শব্দ লেখো

সুর	দেবতা	খাঁটি
তুষ্ট	স্তুতি	মরা
জয়	মান	অন্ধকার

3. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো

হামবড়া	জন্তু-জানোয়ার
গলাবাজি	সৃষ্টি
মিটমাট	সদয়

রবিবার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়া-গাড়ি ?
রবিবার সে কেন, মা গো
এমন দেরি করে ?
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশ-পারে তার বাড়িটি
দূর কি সবার চেয়ে ?
সে বুঝি মা, তোমার মতো
গরিব ঘরের মেয়ে ?
সোম মঙ্গল বুধের খেয়াল
থাকবারই জন্যেই,
বাড়ি-ফেরার দিকে ওদের
একটুও মন নেই।

রবিবারকে কে যে এমন
বিষম তাড়া করে,
ঘন্টাগুলো বাজায় যেন
আধ ঘন্টার পরে ।
আকাশ পারে বাড়িতে তার
কাজ আছে সব চেয়ে —
সে বুঝি মা, তোমার মতো
গরিব ঘরের মেয়ে ?
সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি,
ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি ।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেমনি উঠি জেগে
রবিবারের মুখে দেখি
হাসিই আছে লেগে ।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মুখে চেয়ে —
সে বুঝি মা, তোমার মতো
গরিব ঘরের মেয়ে ?

জেনে রাখো

আড়াআড়ি — ঈর্ষা **মোদের** — আমাদের

কাব্য পরিচয়

ছোট ছোট পড়ুয়াদের সপ্তাহের ছয়টি দিন সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কেবল স্কুল আর পড়া। বাড়িতেও ছুটি নেই স্কুলের পড়াগুলি করতে হয় সেইজন্য পড়ুয়ারা ব্যাকুল হয়ে রবিবারের অপেক্ষায় থাকে। রবিবার শেষ না-হতেই যেন হুড়মুড় করে সোম, মঙ্গল, বুধ, সপ্তাহের এই দিনগুলি হাওয়ার গতিতে এসে পড়ে। রবিবার যেন আসতেই চায় না। মনে হয়, ওর বাড়ি যেন অনেক দূরে সে যেন খুব গরিব, তার কোনো গাড়িও নেই যে তাড়াতাড়ি চলে আসবে। অন্য দিনগুলিতে পড়ুয়াদের মুখ ভার তাই মনে হয় সোম, মঙ্গল দিনগুলিও যেন বিষন্ন। শিশু তার কাজে ব্যস্ত মাকে বাইরে যেতে দেখেনি তার ধারনা মা খুব গরিব তার গাড়ি নেই তাই বার বার রবিবারকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করেছে। শনিবার রাত শেষে ভোর হতেই ছোট পড়ুয়াদের মনে হয়েছে ঝল্‌মলে আনন্দময় দিন রবিবার তার হাসি মুখ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দিন শেষে তাদের জন্য যেন রবিবারেরও চোখে জল।

পাঠবোধ

1. **ঠিক উত্তর বেছে লেখো**

(ক) সোম মঙ্গল বুধ এরা সব আসে........................, (দেরি করে / তাড়াতাড়ি / ধীরে ধীরে)

(খ) এদের ঘরে আছে বুঝি মস্ত .... গাড়ি ? (হাওয়া / মোটর / এক্কা)

(গ) .... সে কেন মা গো, এমন দেরি করে ? (সোমবার / মঙ্গলবার / রবিবার)

অতি সংক্ষেপে লেখো

2. 'রবিবার' কবিতাটি কার লেখা ?
3. কোন দিনগুলির ঘরে মস্ত হাওয়া গাড়ি আছে ?
4. কোনদিনটি ছোট পড়ুয়াদের মুখ দেখে যাবার বেলায় কাঁদে ?

সংক্ষেপে লেখো

5. সপ্তাহের কোন্ দিনগুলি খুব তাড়াতাড়ি আসে ?
6. রবিবার দিনটি কী ভাবে পৌঁছায় ?

7. কেন শনিবারের রাতের শেষে সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

8. রবিবারকে আকাশ– পারের বাড়ি কেন বলা হয়েছে, বুঝিয়ে লেখো ।

9. ছোট পড়ুয়ারা কোন্ দিনগুলিকে বাড়ি ফেরার দিকে মন থাকে না কেন বলেছে ? বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

কাজ	গরীব
ছোটো	রাত
হাসি	দূর

2. বাক্য তৈরি করো

হাওয়া-গাড়ি	মস্ত
ঘন্টা	আকাশ
হাঁড়ি	আড়াআড়ি

3. নিচের ঠিক বানানগুলিতে (√) চিহ্ন দাও

সকল / শকল	বিষম / বিসম
মংগল / মঙ্গল	দেরী / দেরি
দুর / দূর	শোম / সোম

কবিতাটি মুখস্থ করো ।

কুয়োর ব্যাঙ

শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় একদিন এক ঘটনা হয়েছিল। নানাধর্মের বক্তারা উঠে নিজের ধর্মের প্রশংসা এবং অন্যদের নিন্দা করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাতে বেশ একটু কথা কাটাকাটি ও গোলমাল আরম্ভ হয়। তখন স্বামীজী উঠে এ গল্পটি বলেছিলেন। তাতে দারুণ লজ্জা পেয়ে বক্তারা সব চুপ করে বসে পড়েছিলেন।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কুয়োর ব্যাঙ কোথায় থাকত ?
2. সাগর কুয়ো থেকে কত দূরে ছিল ?
3. কুয়োর জলের সব পোকা আর মাছ ধরে কে খেতো ?

সাগর থেকে একটু দূরে একটি কুয়ো ছিল। তাতে বাস করত এক মোটা কালো ব্যাঙ। কুয়োতেই তার জন্ম হয়েছিল। আর জন্মের পর থেকে কুয়োতেই তার বাস। একদিনের জন্যও সে কুয়োর বাইরে আসেনি।

বাইরের জগৎটা যে কি রকম, তা সে জানত না। তবুও সে নিজেকে সবজান্তা বলেই মনে করত । শুধু মনে করত নয়, প্রাণের সহিত সে তা বিশ্বাস করত ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সাগরের ব্যাঙ কোথায় বেড়াচ্ছিল ?
2. কুয়োর ব্যাঙের সাগরের জল কতটা মনে হয় ?
3. কে সাগরের ব্যাঙকে গ্রাহ্য করে নি ?

কুয়োতে জলের সব পোকা আর ছোট ছোট মাছ ধরে সে খেত। সে যখন লম্ফঝম্ফ করে জলের উপর সাঁতার কেটে বেড়াত, তার হাবভাব দেখে মনে হত সে একজন কম নয়। উপর থেকে মাঝে মাঝে যে সব পোকা মাকড় কুয়োয় পড়ত সেগুলোও সে ধরে ধরে খেত ।

একটা সাগরের ব্যাঙ একদিন সাগরের তীরে বেড়াচ্ছিল । বেড়াতে বেড়াতে সে কুয়োর কাছে এসে উপস্থিত হল আর হঠাৎ কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। কুয়োর ব্যাঙ ভাবলে বুঝি একটা মস্ত বড় শিকার পড়েছে । লাফ দিয়ে যেমনি সে শিকারের উপর পড়ল, দেখে—ওমা, এ যে তারই মত আর একটা ব্যাঙ। ভয়ে সে তিন হাত দূরে লাফিয়ে পড়ল । সম্মান বাঁচাবার জন্য বাইরে সে এরূপ ভান করলে, যেন সে সাগরের ব্যাঙকে গ্রাহ্যই করে নি ।

জন্মের পর থেকে কুয়োর ব্যাঙ আর অন্য কোন ব্যাঙ দেখেনি। নূতন ব্যাঙটা তার মতো কালো নয়। তার গায়ে আবার নানা রঙ-বেরঙ দেখে কুয়োর ব্যাঙ অবাক হয়ে গেল আর বেশ একটুখানি ভয়ও পেল। সাগরের ব্যাঙ কিন্তু চুপ করে মজা দেখতে লাগল ।

সাগরের ব্যাঙকে দেখে কুয়োর ব্যাঙ মনে মনে বড় অশান্তি বোধ করতে লাগল । খুব গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় সে সাগরের ব্যাঙকে জিজ্ঞেস করলে, বলি বাপু হে, তোমার আগমন হচ্ছে কোত্থেকে ।

— আমার আগমন হচ্ছে সাগর থেকে ।

— সাগর থেকে ? সাগর আবার কি বস্তু হে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সাগরের ব্যাঙকে কুয়োর ব্যাঙ গাধা কেন বলল ?
2. সাগরের ব্যাঙ কুয়োর ব্যাঙকে ছেড়ে সাগরের দিকে কেন চলে গেলে ?
3. 'সাগর - ফাগর কিছুই নেই, সব মিছে'। কে বলেছে ?

— সাগর জলে জলময় । যেদিকে চাও শুধু জল আর জল !

— জলে জলময় । তাহলে তোমার সাগরটা কি আমার কুয়োর মত ?

— তুমি কি পাগল নাকি ? কি করে তুমি সাগরের সঙ্গে কুয়োর তুলনা করছ ?

— আহা চট কেন ? তাহলে তোমার সাগর কি এত বড় ?

এই বলে কুয়োর ব্যাঙ এক লাফ দিলে । সাগরের ব্যাঙ উত্তর করলে, তুমি একটা আস্ত মূর্খ, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছ । কোথায় সাগর আর কোথায় তোমার কুয়ো ।

— আহা চট কেন বাপু ? বলই না ? তোমার সাগর তাহলে এত বড়?

এই বলে কুয়োর ব্যাঙ আর একটু জোরে লাফ দিলে। মুর্খের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সাগরের ব্যাঙ চুপ করে রইল। তখন কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত লাফ দিয়ে বললে, ওগো নতুন দাদা, তোমার সাগরটা কি তা হলে আমার কুয়োর মতই বড় ?

— তুমি একটা কালো ভুত মহা মূর্খ। তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

— আহা চট কেন সাগর-দাদা ? বলই না, তোমার সাগরটা কি তাহলে আমার কুয়োর মতই বড়?

— তুমি একটা গাধা। তোমার এ কুয়োর মত কোটি কোটি কুয়ো একত্র করলেও সাগরের এক কোণের সমান হবে না।

— কি ? তোমার সাগর আমার কুয়োর চেয়েও বড় ? তা হতেই পারে না। আমাকে সোজা ভাল মানুষ পেয়ে ঠকাতে এসেছ। তুমি একটি জোচ্চোর। আমার কুয়োর চেয়ে বড় জিনিস দুনিয়ার আর কিছু নেই, থাকতে পারে না।

একথা আমি ভাল করেই জানি, প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি । তুমি মিথ্যাবাদী, যাও পালাও এখান থেকে ।

সাগরের ব্যাঙ বললে, তোমার কুয়োটি ছেড়ে একটু উপরে উঠে এস না ভায়া ? বেশী দূর যেতে হবে না, কাছেই সাগর । সাগর দেখলেই বুঝতে পারবে, আমার কথা সত্যি না মিথ্যে, আর তুমি একটা মূর্খ কি না ।

— না বাপু, তোমার সাগর দেখে আমার কাজ নেই । আমার এতখানি বয়স হল, জন্ম থেকে একদিনও সাগর দেখলুম না, আর আজ তুমি এসেছ আমাকে সাগর দেখাতে । যাও, যদি ভাল চাও তবে শিগ্‌গির পালাও বলছি।

সাগরের ব্যাঙ, দেখলে, মুর্খের সঙ্গে কথা বলা বোকামি । ধীরে ধীরে সে কুয়ো থেকে উঠে সাগরের দিকে চলে গেল । কুয়োর ব্যাঙের মনে তখন মহা আনন্দ। সে বলতে লাগল, বাছাধন কার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিলেন। কেমন জব্দ হয়ে গেছেন। সাগর-ফাগর কিছুই নেই, সব মিছে কথা। কোথায় থাকে, গায়ে আবার রঙ মেখে আসা হয়েছে । এসে আবার আগড়ম বাগড়ম কত কি বলা হচ্ছে । কেমন জব্দ হয়ে শেষকাল পালিয়ে গেল । যদি না যেত, তবে একবার বাছাকে দেখে নিতুম ।

যারা বলে--আমার মত, আমার কথা ছাড়া আর সবই মিথ্যা, তারাও কুয়োর ব্যাঙের মতো । নিজের নিজের অজ্ঞান-কুয়োর ভিতর বসে তারা ভাবছে, তাদেরটি ছাড়া আর ভাল কিছু নেই, বড় কিছু নেই এবং তাদের মত জ্ঞানী কেউ নেই, বুদ্ধিমানও আর কেউ নেই ।

জেনে রাখো

জগৎ	— দুনিয়া	**জলময়**	— জলে ভরা
সবজান্তা	— যে সব জানে	**মূর্খ**	— বোকা
লম্ফ ঝম্ফ	— লাফান	**জোচ্চোর**	— ঠগ

সম্মান	— প্রতিষ্ঠা	**মিথ্যাবাদী**	— যে মিথ্যে কথা বলে
আগমন	— আসা	**আগড়ম বাগড়ম**	— আজে বাজে

পাঠ পরিচয়

কুয়ো একটা ছোট্ট জায়গা, বদ্ধ জলাশয় । সেখানে থাকতো একটা ব্যাঙ । বাইরের জগৎ ছিল তার একেবারেই অচেনা অজানা । তবুও সে নিজেকে সবজান্তা বলেই বিশ্বাস করতো। মানুষও সেইরকম । নিজের গন্ডিবদ্ধ জগতে থাকতে থাকতে বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে কোন ধারনাই তাদের হয় না । কিন্তু তারা ভাবে, তাদের মতো জ্ঞানী আর কেউ নেই । অজ্ঞানতার কুয়ো থেকে জ্ঞানের সাগরে পৌঁছোনো এদের আর হয়ে ওঠে না ।

সঠিক শব্দ দিয়ে খালি জায়গাটি ভরো

1. .... থেকে দূরে একটি কুয়ো ছিল ।

(সাগর / পুকুর / নদী)

2. তাতে বাস করত একটা মোটা কালো .... ।

(ব্যাঙ / কুমির / কচ্ছপ)

3. বাইরের .... যে কি রকম তা সে জানত না ।

(জগৎ /দেশ /মহাদেশ)

সঠিক উত্তরটিতে (√) চিহ্ন দাও

4. কুয়োর ব্যাঙের রঙ .... ।

(কালো / সবুজ / নানা রঙের)

5. কুয়োর ব্যাঙ খেতো ....।

(ছোট ছোট মাছ / মশা / মাছি)

6. **সাগরের ব্যাঙ কুয়োতে পড়ল ....।**

(বেড়াতে বেড়াতে / নাচতে নাচতে / লাফাতে লাফাতে)

7. **সাগরের ব্যাঙকে দেখে কুয়োর ব্যাঙের ....।**

(অশান্তি বোধ হলো / ভালো লাগলো / দুঃখিত হলো)

সংক্ষেপে লেখো

8. নানা ধর্মের বক্তারা মঞ্চে কোন ধরনের বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ?

9. স্বামীজির গল্পটিতে বক্তাদের মধ্যে কী প্রভাব পড়লো ?

10. সাগরের ব্যাঙ কুয়োতে পড়ে চুপ করে কী দেখতে লাগলো ?

11. সাগরের ব্যাঙ কুয়োর ব্যাঙকে সাগর সম্বন্ধে কী বলল ?

12. কুয়োর ব্যাঙের সাগর সম্বন্ধে কী ধারনা ছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

13. ধর্ম সম্মেলন কোথায় হচ্ছিল ? বক্তারা নিজের নিজের ধর্মকে কেন বড় ভাবছিলেন ?

14. স্বামীজী কোন্ গল্পটি বলেছিলেন ? তুমি নিজের ভাষায় ছোট করে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **বাক্য রচনা করো**

শিকার জগৎ সাঁতার মূর্খ জব্দ

2. **বিপরীত শব্দ লেখো**

আগমন	শান্তি
মূর্খ	জোরে
লাভ	নতুন

জেনে রাখো

বিশেষ্য পদ — কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ও যে কোন নাম বোঝালে তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন, শিকোগোতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সে বই পড়ে।

ব্যাঙ সাগর থেকে আসছে।

এখানে শিকাগো, বই, ব্যাঙ ইত্যাদিকে বিশেষ্য পদ বলা হয়।

3. নিচের শব্দগুলি থেকে বিশেষ্য পদ বেছে লেখো

মাছ,	জল,	আমি,	তোমাদের,
সাগর,	নদী,	পাটনা,	ব্যাঙ,
দুঃখ,	আগমন,	জ্ঞানী।	

4. নিচের শব্দগুলিকে সঠিক ভাবে বসিয়ে বাক্য তৈরি করো

আমার হচ্ছে সাগর আগমন থেকে

সত্যি না মিথ্যে আমার কথা

দূর বেশি হবে যেতে না

জব্দ গেছেন হয়ে কেমন

শকুন্তলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়ো বট, সারি সারি তাল - তমাল, পাহাড়-পর্বত, আর ছিল - ছোট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড়ো স্থির - আয়নার মত। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া - সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়া পাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো হরিণশিশু বনে, ধানের ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষার ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় মহর্ষি কন্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কন্ব আর মা - গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকলপরা কতকগুলি ঋষিকুমার।

তারা কন্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথি সেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কি করত ?

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই, ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই বাছুর চরে বেড়াত, বনের ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল - বেণু বাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল- খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর, আর ছিল - মা গৌতমীর মুখে দেব-দানবের যুদ্ধ কথা, তাত কন্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মালিনীর জল কেমন ছিল ?
2. এই বনে কতোদিনের একটা বট গাছ ছিল ?
3. এই বনে কার আশ্রম ছিল ?
4. নদীতীরে নিবিড় বনে কী ছিল ?

সকলি ছিল, ছিল না কেবল - আঁধার ঘরের মাণিক - ছোটো মেয়ে শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি - দুধের বাছা - শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে । কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল।

খুব ভোর বেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল-ফুল কুড়াতে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তারপর ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মত সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেল । সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল ।

তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধল ।

শকুন্তলা সেই তপোবনে এসে বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা- গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল ।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হলো তখন কন্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন ।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করল, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল । তাত কন্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঋষি বালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মত । গোয়ালের গাইবাছুর, - সে-ও তার আপনার, এমন কি - বনের লতা-পাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল - তার বড়োই আপনার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া, প্রিয়ংবদা; আর ছিল একটি মা - হারা হরিণ-শিশু - বড়োই ছোটো, বড়োই চঞ্চল ।

তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ - ঘরের কাজ - অতিথি সেবার কাজ, সকালে সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকা লতায় বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল - তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন শকুন্তলার বর আসবে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বনে কী ছিল না ?
2. একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী কাকে ফেলে রেখে গেল ?
3. ঋষিকুমার ফুলের বনে কাকে কুড়িয়ে পেল ?
4. শকুন্তলার মায়ের নাম কী ?

এ - ছাড়া আর কি কাজ ছিল ? হরিণ - শিশুর মত নির্ভয়ে এ বনে সে বনে খেলা করা, ভ্রমরের মত লতা-বিতানে গুন্‌গুন্‌ গল্প করা, নয় তো মরালীর মত মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মত তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা - এই কাজ ।

জেনে রাখো

নিবিড়	—	ঘন	**নির্ভয়**	—	ভয়হীন
অরণ্য	—	ঘনবন	**নিশুতি**	—	গভীর রাত্রি
প্রকান্ড	—	বিশাল	**পাষাণ**	—	পাথর, কঠোর
মহর্ষি	—	মহান ঋষি	**বাকল**	—	গাছের ছাল
তপস্বী	—	তপস্যা করেন যিনি	**সহকার**	—	আম গাছ। (এখানে মল্লিকালতাকে বেড়ে ওঠার জন্য গাছে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই বিয়ের কথা বলা হয়েছে।)

পাঠ পরিচয়

শকুন্তলা গল্পটি মহাভারতের একটি অংশ। কালিদাস 'অভিজ্ঞান - শকুন্তলম্' নাটকটি সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শকুন্তলা গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেন, তার কিছুটা অংশ এখানে দেওয়া হয়েছে।

পাঠবোধ

1. নিচের স্তম্ভ 'ক' এবং স্তম্ভ 'খ' ঠিক ভাবে মেলাও।

'ক'	'খ'
শকুন্তলা	শকুন্তলার দুই সখী
অনসূয়া - প্রিয়ংবদা	বেদ পড়াতেন
কন্বমুণি	আশ্রমের মাতা
গৌতমী	মেনকার কন্যা

অতি সংক্ষেপে লেখো

2. নিবিড় অরণ্যে কী কী ছিল ?

3. মালিনীর জলে কী কী দেখা যেত ?

4. ঋষি কুমার ফল ফুল কুড়াতে গিয়ে কী কুড়িয়ে পেল ?

5. কন্ব, শকুন্তলার বর আনতে কোথায় গেলেন ?

6. মহর্ষি কন্বের আশ্রমটি কোথায় ছিল ?

সংক্ষেপে লেখো

7. নদীর তীরে কোন্ কোন্ জীবজন্তু থাকতো ?

8. শকুন্তলার সখীদের নাম লেখো ।

9. শকুন্তলা কোথায় মানুষ হতে লাগল ?

10. তপোবনে কোন্ কোন্ গাছ ছিল ?

11. ঋষিকুমারদের খেলাধূলার জন্য কী কী ছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

12. শকুন্তলার আপনার বলতে কারা ছিল ?

13. শকুন্তলার সখীদের কী কাজ ছিল ?

14. ঋষিকুমারেরা বনে কী কী করতো ?

15. শকুন্তলা গল্পটিতে নিবিড় অরণ্যের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা তুমি নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলিতে রা, দল, গণ ইত্যাদি যোগ করলে একের চেয়ে বেশি বোঝায় এমন শব্দ তৈরি হয় ।

   যেমন — পাখি - পাখিরা

এবার করো

ঋষি	হরিণ	গাছ
ময়ূর	পশু	ছেলে

2. **বাক্য তৈরি করো**

অঞ্জলি	আশ্রম	অতিথি
ঋষি	আঁধার	কুটির

3. **ঠিক বানানগুলির পাশে (√) চিহ্ন দাও**

শকুন্তলা / সকুন্তলা	বাকল / বকল
মহর্ষি / মহশী	হরিন / হরিণ
মাধবি / মাধবী	ঋষি / ঋসি

আদর্শ ছেলে

(কুসুমকুমারী দাশ)

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে ?
কথায় না বড় হ'য়ে কাজে বড় হবে;
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হবে, - এই তার পণ ।

বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ ?
হাত, পা সবারি আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সেকি পড়ে রয় ?
সে ছেলে কে চায় বল ? — কথায় কথায়,
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায় !
সদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ —
'মানুষ' হইতে হবে, মানুষ যখন ।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার,
সবারই রয়েছে কাজ, এ বিশ্ব মাঝার,
হাতে প্রাণে, খাট সবে, শক্তি কর দান,
তোমরা 'মানুষ' হলে, দেশের কল্যাণ ।

জেনে রাখো

পণ	—	প্রতিজ্ঞা	**আগুয়ান**	—	এগিয়ে যাওয়া
চেতনা	—	হুঁশ, জ্ঞান	**মাঝার**	—	মাঝখানে
কৃষক	—	যে চাষের কাজ করে	**কল্যাণ**	—	ভালো, মঙ্গল
শক্তি	—	ক্ষমতা	**সদা**	—	সব সময়

আদর্শ — যাকে অনুকরণ করা যায় অর্থাৎ যাকে দেখে শেখা যায়, শ্রেষ্ঠ।

কাব্য পরিচয়

কবি চাইছেন, আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা কাজে বড় হোক, শুধু কথায় নয়। হাসি মুখে শরীরে ও মনে সাহস নিয়ে সত্যিকারের 'মানুষ' হবার শপথ নিক।

বিপদ এলে, ভয় না পেয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যারা দুর্বল তাদের কেউ পছন্দ করে না। কৃষকের শিশু অথবা রাজার কুমার সকলকেই এ পৃথিবীতে কাজ করতে হবে। কাজের মধ্য দিয়েই নিজেকে মানুষ হিসাবে প্রমাণ করতে হয়। এরা মানুষ হলেই দেশ ও দশের কল্যাণ।

পাঠবোধ

সঠিক শব্দ দিয়ে খালি জায়গা ভরো

1. কথায় না বড় হয়ে বড় হবে। ....

(ক) বলে

(খ) হাসিতে

(গ) কাজে

2. কৃষকের .... কিংবা রাজার কুমার ।

(ক) ছেলে

(খ) শিশু

(গ) ভাই

অতি সংক্ষেপে লেখো

3. বিপদ এলে কী করতে হবে ?

4. কিসে বড় হতে হবে ?

5. কী হবার জন্য পণ করতে হয় ?

সংক্ষেপে লেখো

6. কোন্ ছেলেকে কেউ চায়না ?

7. মানুষ হয়ে জন্মালে কী হবার জন্য পণ করতে হবে ?

8. "চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয় ?" — এ কথা কেন বলা হয়েছে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

9. আদর্শ ছেলে কাকে বলা হয়েছে ? আদর্শ ছেলে হবার জন্য কী কী করতে হবে ?

10. ছেলে মেয়েরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ হবে কেন ? বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বাক্য তৈরি করো

পণ	আগুয়ান
কৃষক	চেতনা
বিপদ	তেজ

2. বিপরীত শব্দ লেখো

মানুষ	হাসি
কাজ	ভয়
বড়	কল্যাণ

3. নিচের শব্দগুলির ঠিক বানানটি লেখো

মানুস / মানুষ	কল্যান / কল্যাণ
দেস / দেশ	কৃসক / কৃষক
আদর্য / আদর্শ	শিষু / শিশু

চিড়িয়াখানা

লীলা মজুমদার

মনের দুঃখে রেগেমেগে বিশু ঐ বনে এসেছিল । বাবা বলেন বন নয়, বনভূমি । ওখানে ডাকাত, হিংস্র জানোয়ার ইত্যাদি কিচ্ছু নেই । এ বন ঘরের চেয়েও নিরাপদ ।

এ জায়গাটা বড় ভালো । কেমন রাগ পড়ে যায় । ত্রিশ হাত উঁচু থেকে ঝর ঝর করে দিনরাত জল পড়ে তলায় একটা ছোট্ট গোল দীঘি হয়েছে ।

সেই দীঘি থেকে একটা নদী বেরিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে।

টলটল করছে পরিষ্কার জল। তলা দেখা যাচ্ছে। বালি। বালির ওপর নানা রঙের নুড়ি গড়াচ্ছে - সাদা, হলুদ, গোলাপী, লাল, কুচকুচে কালো। ছোট ছোট মাছ বিদ্যুতের মত ঝলক দিচ্ছে। নুড়ির আড়াল থেকে বড় মাছগুলো জুলজুল করে বিশুর পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। জলের তলায় পায়ের আঙ্গুলগুলো কেমন সুন্দর ফরসা দেখাচ্ছে।

ঝুপ করে এক পাটি জুতো বগল থেকে খসে জলে পড়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল। অমনি বুড়ো-আঙ্গুলের-নখ-ছ্যাঁচা একটা হাত খপ করে জুতোটি তুলে ধরে বলল, 'নাও। জল নেড়ো না। মাছ পালাবে!'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বিলু রেগে মেগে কোথায় গিয়েছিল ?
2. দীঘিতে কত উঁচু থেকে জল পড়ে ?
3. নদী কোথা থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে ?
4. বালির ওপর কী গড়াচ্ছে ?
5. স্রোতের জলে কী পড়ে ভেসে গেল ?

বিশু চেয়ে দেখল এক বেজায় বুড়ো হাঁটু মুড়ে জলের ধারে রোদে বসে। তার হাতে একটা ছোট ছিপ, পাশে, সরু-মুখ চুপড়ি। তাতে একটাও মাছ নেই। বিশু বলল, 'তোমার পাথরে একটু রোদ্দুরে বসি ?'

বুড়ো ফোক্‌লা মুখে এক গাল হাসল, 'বস, বস, খুব খুসি হলাম। তাছাড়া পাথর ও আমার নয়, রোদ-ও আমার নয়। কিন্তু নড়াচড়া হট্টগোল করো না, তাহলে আমার মাছ পালাবে। অবিশ্যি মাছও আমার নয়।'

বিশু রোদে পা গরম করতে আর বুড়োর মাছ ধরা দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শীতে একটা আধ - বিঘৎ মাছ গাঁথল। বুড়ো চটপট সেটি তুলে যত্ন করে বঁড়শী খুলে, মাছটাকে চুপড়িতে না ফেলে, জলে ফেলে দিল। বিশু দেখে অবাক। আবার মাছ পড়ল, আবার তাকে জলে ফেলা হল। জলে মাছ কিলবিল করছে।

এমনি করে সাতটা মাছ ফেলা হলে পর, বিশু জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'ছেড়েই যদি দেবে ত ধরছ কেন ?'

লোকটা অবাক হল । 'ছাড়ব না ত কি করব ?'
'কেন, চুপড়িতে রাখবে !'

'তাহলে ত মরে যাবে ।'

'বাঃ, মরবে না ? জ্যান্ত ত আর খাওয়া হবে না ।'

বুড়ো বঁড়শী গুটিয়ে বলল, 'আমি মাছ মাংস ডিম খাই না ।'

'খাও না ধরছ কেন ?'

'মাছ ধরতে মজা লাগে তাও জান না ? চল, ওঠ ।'

'কোথায় যাব ?'

'আমার ঘরে চল, কালো বেরি খাওয়াব ।'

কালো বেরি বড় মিষ্টি । বিশু খালি চুপড়িটা হাতে নিয়ে তার ঘরে গেল । ঘর ত্ নয়; আধখানা তার পাহাড়ের গায়ে পাথরে গুহো । তার সামনে গাছের গুঁড়ি বসিয়ে তিন দিকের দেয়াল হয়েছে, ছাদ হয়েছে, দেয়ালে তাক হয়েছে, সামনের অর্ধেকটা জুড়ে দরজা হয়েছে । ঘর রোদে ভরে গেছে । তাকের সামনে জাল লাগিয়ে খাঁচা হয়েছে । খাঁচা ভরা ছোট বড় পাখি, সাদা লাল নীল সবুজ মেটে ছাই হলুদ কালো । নাচছে, কুঁদছে, গান গাইছে। দেখে বিশু অবাক ।
'কোথায় পেলে এদের ? আকাশের পাখিকে

পড়ে কী বুঝলে ?

1. জলের ধারে কে বসেছিল ?
2. মাছ কোথায় গাঁথা পড়ল ?
3. বিশু মাছ কোথায় রাখতে বলল ?
4. বুড়ো মাছ কেন ধরতো ?
5. বিশু বুড়োর ঘরে কী দেখতে গেল ?

খাঁচায় পোরা নিষ্ঠুর কাজ ।'

'কুড়িয়ে আনলাম । ডানা ভাঙা, ঠ্যাং খোঁড়া ! আকাশে এরা কেউ উড়তে পারে না । ছেড়ে দিলে কাগ প্যাঁচারা ঠুকরে খাবে !' 'ঐ বেজিটা কেন ? যদি পাখি ধরে ?' 'ওর তিনটি ঠ্যাং । কামড়ানো- ফাঁদে পড়েছিল । কোথায় যাবে ও ?'

'সাপ মারে আশা করি ?'

'কি জ্বালা ! বলছি সামনের একটা ঠ্যাং নেই, সাপ ধরবে কি করে ? কামড়ে দেবে না ? সাপের ভয়ে ও পাখির খাঁচার ছাদে চড়ে বসে।'

'তবে ঐ ধেড়ে কালো সাপ কেন ?'

'ও ত ধ্যানশ ওর বিষ নেই । শিরদাঁড়া ভাঙা, চলতে পারে না । বাইরে বেরুলে শেয়াল খাবে।'

'তাহলে শেয়ালটা রেখেছ কেন ?

'ও চোখে দেখে না; যাবেটা কোথায় ?'

'ওরা কি খায় ?'

'কি আবার খাবে, আমি যা খাই তাই খায়। বনের ফল-পাকুড়, শাঁকালু, মিঠে আলু ছাগলের দুধ দিয়ে মকাই সেদ্ধ । আমার ছাগলকে বাইরে চরতে দেখনি ?'

'গন্ধ পেয়েছি । কিন্তু এত সব পুষতে কিছু টাকা ত লাগে কোথায় পাও?'

বুড়ো তখন তার বুনো ভুরুর তলা থেকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'জোগাড় করি ।'

বিশু বলল, 'তুমি মরে গেলে, এদের কে

দেখবে?' বুড়ো হাসল । 'কেন চানু দেখবে। সে রোজ রাতে এসে আমার ঘরদোর সাফ করে । সাপটার শীত লাগে, কারো গা ঘেঁসে না শুলে ও বাঁচবে না। তাই চানু ওর পাশে শোয় । সারাদিন খেটেখুটে রাতে এখানে এসে নিরাপদে থাকে । আর কালো বেরি খাবে না ?' বিশু উঠে পড়ে বলল, 'না চলি । দেরি করলে মা আমাকে খুঁজতে ন্যাপাকে পাঠাবে । তুমি ভেবো না বুড়ো, আমি কাউকে কিছু বলব না। আবার আসব ।'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বেজি কোথায় পড়েছিল ?
2. দীঘি মানে কী ?
3. জানোয়ার কী খায় ?
4. চানু কী করে ?
5. বিশু দেরি করলে তার মা কাকে খুঁজতে পাঠাবে ?

জেনে রাখো

নিরাপদ — যেখানে কোনো বিপদ নেই ।

নুড়ি — পাথরের টুকরো ।

বঁড়শী — যা দিয়ে মাছ ধরা হয় ।

নিষ্ঠুর — যার দয়া নেই ।

দীঘি — বড় জলাশয় ।

হট্টগোল — গোলমাল

চুপড়ি — ঝুড়ি ।

পাঠ পরিচয়

তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে চিড়িয়াখানায় গিয়েছ ও জন্তুজানোয়ার দেখেছ । বিশু একদিন এক বুড়োর ভাঙা পাহাড়ের বাড়িতে অনেক ডানা ভাঙা পাখি, ঠ্যাং ভাঙা বেজি, কানা শেয়াল ও শিরদাঁড়া ভাঙা সাপকে দেখে অবাক হয়ে যায় । অসহায় পাখি ও জানোয়ারদের দেখলে তোমরাও নিশ্চয়ই কষ্ট পাও । কাজেই যারা নিজেরা কিছুই করতে পারে না, তাদের সাহায্য করা আমাদের উচিত ।

পাঠবোধ

1. **ঠিক বাক্যগুলির পাশে (√) চিহ্ন দাও আর যেগুলি ঠিক নয়, তার পাশে (X) চিহ্ন দাও —**

(ক) বনভূমিতে ডাকাত ও হিংস্র জানোয়ার ছিল।

(খ) বুড়োর পাশে চুপড়িতে মাছ রাখা ছিল ।

(গ) বুড়ো মাছ মাংস ডিম খেত না।

(ঘ) কালো বেরি খুব মিষ্টি ।

(ঙ) বুড়ো মরে গেলে জানোয়ারদের চানু দেখবে ।

অতি সংক্ষেপে লেখো

2. বনে হিংস্র জানোয়ার ছিল কি ?

3. দীঘির জল কেমন ছিল ?

4. বিশুর জুতো কে তুলে দিল ?

5. কালো বেরি বিশুকে কে খেতে দিতে চাইল ?

6. বুড়োর পোষা জানোয়ারদের কে দেখাশোনা করতো ?

সংক্ষেপে লেখো

7. বিশু বনে কেন এসেছিল ?

8. বালির ওপর কী কী রঙের নুড়ি ছিল ?

9. বেজির কটা ঠ্যাং ছিল ?

10. বুড়ো ধ্যানশ কাকে বলেছিল ?

11. চানু কে ? চানু কোথায় শোয় ?

12. বিশু তার বাড়ি ফেরার সময় বুড়োকে কী বলেছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

13. বিশুর দেখা চিড়িয়াখানা সম্পর্কে নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ (উল্টো শব্দ) লেখো

যেমন, দিন — রাত

পরিষ্কার	যাওয়া
আশা	দুঃখ
কালো	শীত

2. বাক্য তৈরি করো

বনভূমি	চুপড়ি
দীঘি	বালি
গন্ধ	নুড়ি

3. লিঙ্গ পরিবর্তন করো

বুড়ো

প্যাঁচা

বাবা

জেনে রেখো

লিঙ্গ শব্দের অর্থ হলো লক্ষণ বা চিহ্ন। যে চিহ্ন বা লক্ষণের সাহায্যে পুরুষ অথবা স্ত্রী জাতি বোঝানো হয় তাকে লিঙ্গ বলে। অপ্রাণী বাচক কোন জিনিসকে বোঝাতেও লিঙ্গের ব্যবহার হয়। যে শব্দে পুরুষ জাতি বোঝায়, তাকে পুংলিঙ্গ বলে । যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী জাতি সম্পর্কে ধারণা

হয় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যে শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কোন কিছুকেই না বুঝিয়ে কোন বস্তু বা জিনিস সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন — রাজা, সিংহ, ছাত্র, (পুংলিঙ্গ)। রাণী, সিংহী, ছাত্রী, (স্ত্রী লিঙ্গ)। জল, কাঠ, পাথর (ক্লীবলিঙ্গ)।

4. **তোমরা নিশ্চয়ই চিড়িয়াখানা দেখেছ । সেখানে কী কী দেখেছ ? সে বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো ।**

5. **শব্দগুলি জেনে রাখো**

রেগেমেগে,	কাপড়-চোপড়,	এঁকে - বেঁকে,
ঝর-ঝর,	দিনরাত,	টলটল,
কুচকুচে,	জুলজুল,	নড়াচড়া।

কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা-দিদি কই ।
পুকুর ধারে নেবুর তলে
থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে, --
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই;
মাগো আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা-দিদি কই ?
সে-দিন হ'তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো ?
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?
খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে ডাকি, তখন
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি, - তুমি কেন চুপটি ক'রে থাকো ?
বল্‌ মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল - বিয়ে হবে
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে,
আমিও যদি লুকোই গিয়ে --
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে ?
আমিও নাই, দিদিও নাই -- কেমন মজা হবে ।

জেনে রাখো

শোলোক	—	শ্লোক, কবিতায় শোলোক হয়েছে
জোনাই	—	জোনাকি
থোকায় থোকায়	—	গোছাগোছা
অঞ্চল	—	আঁচল
চন্দ্র	—	চাঁদ
রবে	—	থাকবে

কাব্য পরিচয়

ছোট বোনটি দিদিকে দেখতে না পেয়ে বার বার মাকে প্রশ্ন করেছে তার দিদি কোথায়? দিদি যে তার সারা দিন-রাতের সঙ্গি। দিদির কথায় তার মা আড়ালে লুকিয়ে চোখের জল ফেলে। ছোট বোনটি বুঝতে পারে না তার কাজলাদিদি এ পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. 'কাজলা দিদি'র কবি কে ?
2. চাঁদ কোথায় উঠেছে ?
3. জোনাকি কোথায় জ্বলে ?
4. পুতুলের বিয়ে কবে হবে ?
5. কার একলা ঘরে থাকার কথা বলেছে ?

সংক্ষেপে উত্তর লেখো

6. ছোট্ট বোনটি দিদিকে আর দেখছে না কেন ?

7. ছোট্ট বোনটি কার কথা মাকে জিজ্ঞেস করছে ?

8. দিদির কথা শুনলে মা কী করেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

9. রাত্রির যে বর্ণনা কাজলা দিদি কবিতাটিতে আছে নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দ গুলির বিপরীত শব্দ লেখো

জেগে থাকা,	দিন,	ঢাকা,
দুঃখ,	ওপর,	নতুন

2. বাক্য রচনা করো

মা,	লেবু,	খাবার,
পুকুর,	চাঁদ	

শীলভদ্র

তখন রাজসভার কাজ চলেছে । রাজা হর্ষশিলাদিত্য সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ সেই সভায় এসে ঢুকলেন । তাঁর সারা গায়ে ধুলোমাটি, দেখলেই বোঝা যায় তিনি অনেক দূর থেকে আসছেন। রাজা জিজ্ঞেসা করলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

"আমি ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক, যাকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়, সেখানে থেকে আসছি । একটি বিশেষ ইচ্ছা নিয়ে আমি এখানে এসেছি।"

"বলুন আপনার ইচ্ছাটা কী ?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ।

"আমি শুনেছি আপনার নালন্দা মহাবিহারে অনেক পণ্ডিত আছেন ।"

রাজা বললেন, "আপনি ঠিকই শুনেছেন । এই মহাবিহারে দশ হাজার ছাত্র আছে, তারা নানা বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছে । এদের যাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন তাঁরা সবাই পণ্ডিত ব্যক্তি । তবে ধর্মপাল যিনি নালন্দা মহাবিহারের প্রধান তাঁর মত নানা বিষয়ে পণ্ডিত আর কেউ নেই ।"

"আমি নিজেও একজন পণ্ডিত । ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণে, পশ্চিমের সব বড়-বড় পণ্ডিতেরা তর্কে আমার কাছে হেরে গেছেন । এখন নালন্দার এক-আধজন পণ্ডিতকে আমি তর্কে হারাতে চাই । তাহলে সারা ভারতবর্ষে আমার মত পণ্ডিত কেউ থাকবে না। কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে

অহঙ্কার ফুটে উঠল।

রাজা বললেন, "ঠিক আছে, আপনি অনেকদূর থেকে এসেছেন, এখন বিশ্রাম করুন, আমি ধর্মপালকে খবর পাঠাচ্ছি।"

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রাজা হর্ষশিলাদিত্যের রাজ্য সভায় কে ঢুকলেন ?
2. দাক্ষিণাত্য ভারতের কোন দিকে অবস্থিত ?
3. পন্ডিত ব্যক্তি ছাত্রদের কোথায় শিক্ষা দিচ্ছিলেন ?
4. কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণ পন্ডিতের মুখে কী ফুটে উঠল ?

নালান্দায় এ খবর পৌঁছতেই সমস্ত মহাবিহারেই খবরটা ছড়িয়ে গেল। ধর্মপালের সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য দণ্ডদেব, পরে তারই নাম হয় শীলভদ্র। এ খবর পেয়ে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে দণ্ডদেবও এলেন গুরু ধর্মপালের কাছে। দণ্ডদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি এখনই যেতে হবে ?

ধর্মপাল বললেন, হ্যাঁ, আমাকে এখনই যেতে হবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে।"

দণ্ডদেব বললেন, "তবে আমাকে আপনার বদলে ঐ তর্কযুদ্ধে বসতে অনুমতি দিন।"

অন্য সব ছাত্ররা ধর্মপালের বদলে অল্প বয়সী দণ্ডদেবকে তর্কযুদ্ধে যেতে দিতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু ধর্মপাল বললেন, আপনারা ভয় পাবেন না। আমি জানি দণ্ডদেব নিশ্চয়ই জয়ী হবেন।

সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কে হারিয়ে দণ্ডদেব জয়ী হলেন। রাজা খুশি হয়ে দণ্ডদেবকে পুরস্কার দিতে চাইলেন। কিন্তু দণ্ডদেব বললেন, "আমি ভিক্ষু, আমি টাকা-পয়সা নিয়ে কি করব।"

পড়ে কী বুঝলে ?

1. দন্ডদেবের গুরুর নাম কী ?
2. ধর্মপালকে দন্ডদেব কী অনুরোধ করেছিলেন ?
3. রাজা খুশি হয়ে দন্ডদেবকে কী দিয়েছিলেন ?

রাজা কিছুতেই কোন কথা শোনেন না। তখন তিনি ঐ টাকা দিয়ে একটি বৌদ্ধবিহার তৈরি করালেন। এই সময়ে থেকেই দণ্ডদেবের নাম হল শীলভদ্র অর্থাৎ যিনি আচার-আচরণে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সপ্তম শতাব্দীতে সমতট রাজ্যের রাজার ঘরে শীলভদ্রের জন্ম । সমতট হল আজকাল যাকে বাংলাদেশ বলা হয় তারই দক্ষিণ অংশ। কিন্তু রাজার ছেলে রাজ্য চায় না, ধন-সম্পত্তি চায় না, চায় শুধু জ্ঞান। পড়াশুনো করার জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ করলেন, অল্প বয়সেই সমস্ত ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালেন বৌদ্ধ-ধর্ম-শাস্ত্র এবং বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য । তারপর আরোও জ্ঞানের আশায় তিনি নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য ধর্মপালের শিষ্য হলেন, ভিক্ষু হলেন । এরপর শীলভদ্র ধর্মপালের কাছে নানা শাস্ত্র শিক্ষা নিতে লাগলেন। বৌদ্ধ ধর্মের আঠোরোটি বিষয় ছাড়াও বেদ, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা নিলেন।

নালন্দা যদিও বৌদ্ধ মহাবিহার, কিন্তু সেখানে বৌদ্ধ-ধর্ম-শাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও পড়ান হত । একমাত্র শীলভদ্রই সব বিষয়েই পণ্ডিত ছিলেন । সমস্ত বিদ্যায় তাঁর এত জ্ঞান ছিল যে শ্রদ্ধায় কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করত না, বলত ধর্মনিধি । ধর্মপালের পর শীলভদ্রই নালন্দা মহাবিহারের প্রধান হন।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. শীলভদ্রর জন্ম কবে হয় ?
2. শীলভদ্র ক'টি বিষয়ে পন্ডিত ছিলেন ?
3. হুয়েন সাং নালন্দায় কবে আসেন ?

ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে ছাত্ররা আসত, এমনকি বিদেশ থেকেও ছাত্ররা আসত শীলভদ্রের কাছে শিক্ষা নিতে । ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চীনা দেশের পণ্ডিত হুয়েন সাং নালন্দায় আসেন শীলভদ্রের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ।

শীলভদ্র অনেকদিন পর্যন্ত নালন্দা মহাবিহারের প্রধান ছিলেন । আজও আমরা শীলভদ্রের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করি ।

জেনে রাখো

সিংহাসন — রাজার বসার আসন **বৌদ্ধ বিহার** — বৌদ্ধ মঠ

মহাবিহার — বড় বৌদ্ধমঠ **শতাব্দী** — একশ বছর

শাস্ত্র — ধর্ম বিষয়ের প্রাচীন গ্রন্থ **অহঙ্কার** — গর্ব, দর্প

শ্রদ্ধা — ভক্তি **ত্যাগ** — ছাড়া

শীলভদ্র — যিনি আচার আচরণে সর্বশ্রেষ্ঠ

পাঠ পরিচয়

নালন্দা মহাবিহারের প্রধান আচার্য ধর্মপালের শিষ্য দন্ডদেব পরে শীলভদ্র নামে বিখ্যাত হন । সপ্তম শতাব্দিতে সমতট রাজ্যের (এখনকার বাংলা দেশের দক্ষিণ অংশ) রাজার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । জ্ঞানলাভের জন্য রাজ্য ত্যাগ করে নানা জায়গায় ঘুরে, পরে ধর্মপালের শিষ্য হয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের আঠারোটি বিষয়, বেদ, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন । ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে চিনের পন্ডিত হুয়েন সাং তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করতে আসেন । শীলভদ্র বহুদিন পর্যন্ত নালন্দা মহাবিহারের প্রধান ছিলেন ।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. নালন্দা মহাবিহারে কতজন ছাত্র ছিল ?
2. নালন্দা মহাবিহারের প্রধানের নাম কী ছিল ?
3. দন্ডদেব কার বদলে তর্কযুদ্ধে বসেছিলেন ?

সংক্ষেপে লেখো

4. ধর্মপালের শিষ্য দন্ডদেব কার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছিলেন ? তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন ?
5. হুয়েন সাং শীলভদ্রের কাছে কেন এসেছিলেন ? হুয়েন সাং কে ছিলেন ?
6. তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য রাজা খুশি হয়ে শীলভদ্রকে কী পুরস্কার দিয়েছিলেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

7. শীলভদ্রের কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা কেন আসতো ? বুঝিয়ে লেখো ।
8. দন্ডদেবকে শীলভদ্র কেন বলা হোত ? 'শীলভদ্র' কথাটির অর্থ কী ? এ বিষয়ে নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লেখো ।

তর্কযুদ্ধে,	বৌদ্ধবিহার,	শীলভদ্রের,
পুরস্কার,	চিকিৎসা বিদ্যা,	খ্রিস্টাব্দে ।

(ক) ৬৩৭ .... হুয়েন সাং চিন থেকে ভারতবর্ষে আসেন ।

(খ) শীলভদ্র পুরস্কারের টাকা দিয়ে একটি .... তৈরি করান ।

(গ) .... শীলভদ্র জয়ী হলেন ।

(ঘ) রাজা খুশি হয়ে দন্ডদেবকে .... দিতে চাইলেন ।

(ঙ) শীলভদ্র নানা শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে বেদ .... প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা নিলেন ।

(চ) আজও আমরা .... নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করি ।

2. নিচে লেখা ক - অংশের সঙ্গে খ - অংশকে সঠিক ভাবে যোগ করো

ক	খ
হর্ষশিলাদিত্য	নালন্দা মহাবিহারের প্রধান
ব্রাহ্মণ	শীলভদ্রের আগের নাম
ধর্মপাল	প্রসিদ্ধ রাজা
দন্ডদেব	দক্ষিণের পন্ডিত

হুয়েন সাং	ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক
সমতট	চিন দেশের পন্ডিত
নালন্দা	শীলভদ্রের জন্মস্থান
দাক্ষিণাত্য	মহাবিহার

3. বাক্য তৈরি করো

সভা	অনুমতি
পন্ডিত	পুরস্কার
গুরু	চিকিৎসা বিদ্যা

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

জেনে রাখো

4. বিশেষ্য অর্থাৎ নামের বদলে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে সর্বনাম বলে ।

যেমন —

আমি বেড়াতে যাব । তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

সে আজ এসেছে ।

আমি, তুমি, সে শব্দগুলি কোন না কোন নামের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে । একই শব্দ বারবার ব্যবহার করলে শুনতে ভালো লাগেনা । তাই নামের বদলে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়।

নিচের অংশটিতে বিশেষ্য ও সর্বনামের ব্যবহার করা হয়েছে । সেগুলিকে চিহ্নিত (—) করে দেখাও —

"তখন রাজসভার কাজ চলেছে । রাজা হর্ষ শিলাদিত্য সিংহাসনে বসে আছেন । এমন একজন ব্রাহ্মণ সেই সভায় এসে ঢুকলেন । তাঁর সারা গায়ে ধুলোমাটি, দেখলেই বোঝা যায় তিনি অনেক দূর থেকে আসছেন । রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

"আমি ভারত বর্ষের দক্ষিণ দিক, যাকে দাক্ষিণাত্য বলা হয় সেখান থেকে আসছি । একটি বিশেষ ইচ্ছা নিয়ে আমি এখানে এসেছি ।"

বাণিজ্যেতে যাবো

আশরাফ্ সিদ্দীকি

বাণিজ্যেতে যাবো আমি সিন্দাবাদের মতো
পাহাড় সাগর অরণ্য মাঠ ছাড়িয়ে শত শত ।
মাগো - আমার দাও সাজিয়ে ময়ূরপঙ্খীখানা,
মাগো-আমি আজকে তোমার শুনবো না আর মানা।

কোথায় আছে ঘুম্‌তী নদী, কোথায় মায়াবন ?
কোথায় আছে সোনার টিয়া কোথায় হীরামন ?
সোনার আলোর মুকুটপরা কোন পাহাড়ের পার,
ঝিলিক মারে ক্ষীর সাগর গজমোতির হার ?

সে সব দেশে যাবো আমি শুনবো না আর মানা
মাগো আমায় দাও সাজিয়ে ময়ূরপঙ্খীখানা ।
দৈত্য-দানব-দেও-মায়াবী এইত তোমার ডর ।
সাতটি হাজার সবুজ সেনা সঙ্গে যে আজ মোর ।

আর কি জানো ? সঙ্গে নেবো একুশ কবুতরঃ
কুশল লিখে পাঠিয়ে দেবো তোমায় বরাবর ।
সাত সমুদ্দর সব ছাড়িয়ে দিগ্বিজয়ীর বেশে
আবার দেখো খোনকমণি ফিরবে আপন দেশে ।

জেনে রাখো

বাণিজ্য — ব্যবসা করতে যাওয়া

সিন্দাবাদ — 'আরব্য রজনী' কাহিনিগুলির মধ্যে অন্যতম দুঃসাহসিক নাবিক সিন্দাবাদের কাহিনি ।

সমুদ্দর — সমুদ্র

বেশ — পোষাক

কুশল — ভালো

ডর — ভয়

দিগ্বিজয় — যুদ্ধ জয়

নানা দেশ — বিদেশ জয় করা।

কবুতর — পায়রা

কাব্য পরিচয়

ছোট্ট শিশু ব্যবসা করতে দেশে-বিদেশে যেতে চায় । এই যাওয়ার ব্যপারে সে মায়ের নিষেধ শুনতে রাজি নয় । সে সিন্দাবাদের মতো দুঃসাহসী হয়ে বন, পাহাড়, সমুদ্র, ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চায় । তাই সে মাকে বলছে তাকে সাজিয়ে দিতে ।

পাঠবোধ

1. কবিতাটি অনুসরণে 'ক' অংশের সঙ্গে 'খ' অংশের শব্দগুলি সঠিক ভাবে মেলাও

ক	খ
ঘুমতী, সোনা, হীরা ক্ষীর, দৈত্য, ময়ূর সবুজ, একুশ সাত	সাগর, পঙ্খী, সেনা, কবুতর, নদী, টিয়া সমুদ্দর, মন দানব

উদাহরণ ঃ — ঘুমতী নদী

2. 'ক'য়ের শব্দ গুলির 'খ' য়ে আরও দুটি করে নাম দেওয়া আছে । ঠিক ঠিক নামগুলি নিচে সাজিয়ে লেখো

ক	খ
সাগর, অরণ্য, পাহাড় বাণিজ্য	সমুদ্র, পর্বত, বন, জলধি মঙ্গল, গিরি, ব্যবসা কারবার

উদাহরণ ঃ — সাগর, সমুদ্র, জলধি

সংক্ষেপে লেখো

3. খোকন কার মতো বাণিজ্যতে যেতে চায় ?

4. খোকা মাকে কী সাজিয়ে দিতে বলেছে ?

5. খোকার সাথে কত সবুজসেনা যাবে ?

6. এই কবিতার কবি কে ?

7. খোকা কতগুলো কবুতর সঙ্গে নেবে, আর কেন নেবে ?

8. মায়ের খোকন মণি কোন বেশে ঘরে ফিরবে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

9. খোকন মণি কোন সব দেশে কিসের খোঁজে যেতে চায় ? লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করো

পাহাড়, মাঠ, সাগর, দৈত্য - দানব, বেশ

2. বিপরীত শব্দ লেখো

ভয়, যাওয়া, বড়, কুশল, উঁচু

অবাক জলপান

সুকুমার রায়

রাজপথ

(ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ - পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি-উসকো-খুসকো চুল - শ্রান্ত চেহারা)

পথিক । নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না । সেই

সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনো প্রায় এক ঘন্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে ? গেরস্তের বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে! পথেও তো লোকজন দেখছি নে! ঐ একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

(ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ)

পথিক। মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন ?

ঝুড়িওয়ালা। জলপাই ? জলপাই এখন কোথায় পাবেন ? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি।

পথিক। না, না, আমি তা বলি নি —

ঝুড়িওয়ালা। না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কি না। তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলাম।

পথিক। না হে, জলপাই চাচ্ছি নে।

ঝুড়িওয়ালা। চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব', 'কোথায় পাব' করছেন কেন ? খামকা এরকম করবার মানে কি ?

পথিক। আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি জল চাচ্ছিলাম।

ঝুড়িওয়ালা। জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয় – 'জলপাই' বলবার দরকার কি ? জল আর জলপাই কি এক হলো ? আলু আর আলুবোখরা কি সমান ? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই ? বরকে কি বরকন্দাজ বলেন ? চাল কিনতে গেলে কি আর চালতার খোঁজ

করেন ?

পথিক । ঘাট হয়েছে মশাই । আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে ।

ঝুড়িওয়ালা । অন্যায় তো হয়েছেই । দেখছেন ঝুঁড়ি নিয়ে যাচ্ছি । তবে জলই বা চাচ্ছেন কেন ? ঝুড়িতে করে কি জল নেয় ? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয় ।

পথিক । দেখলে ! কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে । যাক্ ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি ।

(লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ । কে ও, গোপাল নাকি ?

পথিক । আজ্ঞে না, আমি পূব - গাঁয়ের লোক, একটু জলের খোঁজ করছিলুম ।

বৃদ্ধ । বল কি হে ? পূর্ব - গাঁ ছেড়ে এখানে জলের খোঁজ করতে ? হাঃ হাঃ ।

তা, যাই বল বাপু, এমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না । খাসা জল, তোফা জল, চমৎকার জল ।

পথিক । আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে ।

বৃদ্ধ । তা তো পাবেই । ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায় । তেমন জল তো খাওনি কখনো ! বলি, ঘুমড়ির জল খেয়েছ কোনো দিন ?

পথিক । আজ্ঞে না, তা খাই নি ।

বৃদ্ধ । খাও নি ? আঃ, ঘুমড়ি হচ্ছে আমার মামার বাড়ি – আদত জলের জায়গা । সেখানকার যে জল, সে কি বলব তোমায় । কত জল খেলাম – কলের জল, নদী জল, ঝরণার জল, পুকুরের জল – কিন্তু মামা বাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা – ঠিক যেন কেওড়া দেওয়া শরবত ।

পথিক । তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন । আপতত এই তেষ্টার সময় যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে ।

বৃদ্ধা । তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ের বসে খেলেই পারতে, পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার কি দরকার ছিল ? যা হয় একটা হলেই হল, ও আবার কি রকম কথা ?

আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেয়ো না — ব্যস, গাঁয়ের পরে নিন্দে করবার দরকার কি ? আমি ও রকম ভাল বাসিনে হ্যাঁ........

[রাগে গজগজ করতে করতে প্রস্থান]

[পাশের বাড়ির জানালা খুলে আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ আগমণ]

বৃদ্ধ । কি হে ? এত তর্কাতর্কি কিসের ?

পথিক । আজ্ঞে না, তর্ক নয় । আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না, কেবলই সাত-পাঁচ গল্প করতে লেগেছেন । তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির ।

বৃদ্ধ । আরে দূর দূর ! তুমিও যেমন ! জিগ্যেস করবার আর লোক পাওনি ? ও মুখ্যটা কি বললে তোমায় ?

পথিক । কি জানি মশাই, জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, কলের জল, মামা বাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে ।

বৃদ্ধ । হুঁ, ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি । তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে । ভারি তো ফর্দ করেছেন ! ও যদি পাঁচটা জল বলে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব ।

পথিক । আজ্ঞে হ্যাঁ । কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল —

বৃদ্ধ । কি বলছ ? বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা শুনে যাও। বৃষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে মেঘে

জল, আহ্লাদে গলে জ-ল,গায়ের রক্ত জ-ল, বুঝিয়ে দিলে যেন জ-ল, কটা হল ?

গোননি বুঝি ?

পথিক । না মশাই, গুনিনি, আমার আর খেয়েদেয় কাজ নেই ।

বৃদ্ধ । তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো ? যাও, মেলা বকিও না । একেবারে অপদার্থের একশেষ ।

[সশব্দে জানলা বন্ধ করলেন]

পথিক । নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই । এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুর-টুকুর পাই কিনা ।.......

[যবনিকা]

জেনে রাখো

প্রবেশ	—	ঢোকা
প্রস্থান	—	চলে যাওয়া
বৃদ্ধ	—	বুড়ো
অপদার্থ	—	অযোগ্য
আপাতত	—	এখনকার মতো
পথিক	—	পথে যে চলে
ক্রোশ	—	দূরত্ব মাপার এক ধরনের মাপ
বিবেচনা	—	ভেবে দেখা

পাঠ পরিচয়

পথিক জল তেষ্টায় কাতর হয়ে গ্রামবাসীদের কাছে জল চায়, তারা জলতো দিলই না উল্টে তাকে নাজেহাল করে তুলল। পথিকের কষ্টটুকু কেউ বোঝবার চেষ্টা করল না। জেনে রেখো, এটি একটি নাটক । নাটক যিনি লেখেন তাঁকে নাট্যকার বলা হয় ।

পাঠবোধ

1. স্তম্ভ 'ক' এর বাক্যের সঙ্গে স্তম্ভ 'খ' এর সঠিক অংশটি মিলিয়ে নিচে লেখো

<u>ক</u>	<u>খ</u>
সেই সকাল থেকে আসছি	হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে ।
কাঁচা আম চান	কি আর চালতার খোঁজ করেন ?
বেশি চ্যাঁচাতে গেলে	এখন ও এক ঘন্টার পথ বাকি ।
চাল কিনতে গেলে	তো দিতে পারি ।

2. নিচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো

যেমন — জল থেকে জলপাই

(ক) মাছ — (খ) চাল —

(গ) আলু — (ঘ) বর —

সংক্ষেপে লেখো

3. পথিক কেন জল চেয়ে ছিল ?

4. প্রথম বৃদ্ধটি পথিককে কোথাকার জলের কথা বলল ?

5. পথিক শেষ পর্যন্ত জল পেয়েছিল কি ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

6. এই নাটকের নাট্যকার কে ? নাটকের বিষয়টি নিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো ।
7. দ্বিতীয় বৃদ্ধটি কী জলের কথা বলেছিল ?
8. পথিক অবশেষে জল তেষ্টা মেটাবার জন্য কোথায় গেল ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

আগা	সোজা
ছোটো	ওঠা
ভাই	উঁচু

2. বাক্য তৈরি করো

জলপাই	গেরস্ত
কাঁচা আম	মগজ
চালতা	উসকো-খুসকো

3. রা, গুলি, গণ ইত্যাদি যোগ করে শব্দ তৈরি করো

যেমন — পথিক (এক) পথিকেরা (অনেক)

লোক	দরজা	লাঠি
বুড়ো	মাছ	নদী
বৃদ্ধ	ঝুড়ি	পুকুর

4. জেনে নাও কোনরকম কাজ করার অর্থ বোঝানো হলে তাকে ক্রিয়াপদ বলে ।

যেমন — আমি বিদ্যালয়ে যাই ।

আমার বিদ্যালয়ে যাওয়া অর্থাৎ কাজ বোঝাচ্ছে, এটি ক্রিয়াপদ । এইরকম ভাবে নিচে দেওয়া বাক্যগুলি থেকে ক্রিয়াপদ বেছে লেখো —

(ক) কাঁচা আম দিতে পারি ।

(খ) অনেক লোকজন আসছে ।

(গ) ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি ।

(ঘ) সকলেই দুপুর বেলায় ঘুমোচ্ছে ।

(ঙ) ছাতা মাথায় এক পথিক এলো ।

মিথ্যে কথা

শঙ্খ ঘোষ

লোকে আমায় ভালোই বলে, দিব্যি চলনসই—
দোষের মধ্যে, একটু না কি মিথ্যে কথা কই।
ঘাটশিলাতে যাবার পথে ট্রেন ছুটেছে যখন
মায়ের কাছে বাবার কাছে করছি বকম্ বকম্
হঠাৎ দেখি মাঠের মধ্যে চলন্ত সব গাছে
এক-একরকম ভঙ্গি ফোটে এক-একরকম নাচে
'ও মা, দেখো, নৃত্যনাট্য'— যেই বলেছি আমি
মা বকে দেয় 'বড্ড তোমার বেড়েছে ফাজলামি।'

চিড়িয়াখানার নাম জানো তো আমার সেজোমেসোর ?
আদর করে দেখিয়েছিলেন পশুরাজের কেশর।
কদিন পরে চুনখসানো দেয়াল জুড়ে - এ কী
ঠিক অবিকল সেইরকমই মূর্তি যেন দেখি ?
ক্লাসের মধ্যে যেই বলেছি সুরঞ্জনার কাছে
'জানিস ? আমার ঘরের মধ্যে সিংহ বাঁধা আছে'—
শুনতে পেয়ে দিদিমণি অম্‌নি বলেন 'শোনো,

এসব কথা আবার যেন না-শুনি কক্ষনো।'
বলি না তাই সেসব কথা, সামলে থাকি খুব,
কিন্তু সেদিন হয়েছে কী - এমনি বেয়াকুব --
আকাশপারে আবারও চোখ গিয়েছে আট্‌কে
শরৎমেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে !

জেনে রাখো

চিড়িয়াখানা — যেখানে পশু - পাখি রাখা হয়

পশুরাজ — সিংহ

চলন সই — কাজ চালানো

কেশর — চুল

নৃত্যনাট্য — নাচ ও গান মেলানো নাটক

বেয়াকুব — বোকা

কাব্য পরিচয়

ছোট্ট মেয়েটির চোখে বাস্তবের ঘটনাগুলি অন্য রূপে এক সুন্দর জীবন্ত ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। কখনো চলন্ত ট্রেনে যেতে যেতে সরে যাওয়া গাছগুলি দেখে তার মনে হয় তারা যেন নৃত্য-নাট্য করছে। আবার চুন খসা দেওয়ালের আকার যেন সিংহের রূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। আকাশে শরতের মেঘের মধ্যে সে রবীন্দ্রনাথের রূপ দেখে অবাক হয়ে যায়। আর এসব কথা যখন মা কিংবা বন্ধুদের কাছে বলতে যায় তখন মিথ্যেবাদীর অপবাদ শুনতে হয়।

পাঠবোধ

1. **নিচের শব্দগুলো থেকে বেছে সঠিক উত্তরটি দাও ছোট মেয়েটি ট্রেনে চড়ে কোথায় যাচ্ছিল ?**

   (ক) জামশেদপুর (খ) রাঁচি (গ) ঘাটশিলা

   চিড়িয়াখানায় মেয়েটি কী দেখেছিল ?

   (ক) বাঘ (খ) সিংহ (গ) হরিণ

   মেয়েটি শরতের মেঘে কাকে দেখেছিল ?

   (ক) রবীন্দ্রনাথ (খ) সত্যেন্দ্রনাথ (গ) যতীন্দ্রনাথ

সংক্ষেপে লেখো

2. চলন্ত ট্রেন থেকে গাছগুলো দেখে মেয়েটির কী মনে হচ্ছিল ?
3. চুন খসানো দেওয়ালে মেয়েটি কার রূপ দেখেছিল ?
4. সিংহের মূর্তি দেখার কথা মেয়েটি কার কাছে বলেছিল ?
5. মেয়েটির চোখ শরতের মেঘের মাঝে কী দেখে আটকে গিয়েছিল ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

6. ছোট্ট মেয়েটির বাস্তবে দেখা কোন্ কোন্ ঘটনা কী কী রূপ নিয়ে তার চোখে ধরা পড়ল ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **নিচের কবিতার লাইনগুলির মধ্যে থেকে বিশেষ্য পদ খুঁজে বের করে লেখো**

“ক্লাসের মধ্যে যেই বলেছি সুরঞ্জনার কাছে
জানিস ? আমার ঘরের মধ্যে সিংহ বাঁধা আছে —
শুনতে পেয়ে দিদিমণি অমণি বলেন, শোনো”
“শরৎমেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে ।”

2. **ভুল বানান ঠিক করে লেখো**

পসুরাজ	শিংহ
রবিন্দ্রনাথ	মূর্ত্তি
চিড়িয়াখানা	

করে দেখো

তোমাদের বাড়ির দেওয়ালে অথবা খাতার পাতায় আঁকা-বাঁকা জলের দাগ বা কোনো ছাপ দেখে তার উপরে চক্ বা পেন্সিল দিয়ে আঁকা কেটে দেখো তো কোনো ছবি ফুটে ওঠে কিনা।

গান্ধীজী ও আনোয়ার

(সংকলিত)

গান্ধীজী আশ্রমে চরকায় সুতো কাটছেন আর ভাবছেন কি ক'রে দেশের হাজার হাজার গরিব মানুষদের পেটে ভাত আর পরণের কাপড় জোগানো যায়। ঠিক তখনই কম বয়সী একটি ছেলে আশ্রমে এলো। নাম আনোয়ার। দর্জির ছেলে। গান্ধীজীর আশ্রমে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য দরজা সবসময় খোলা, তাই ছেলেটির বিশেষ অসুবিধে হ'ল না।

আনোয়ার গান্ধীজী সম্পর্কে তার বাবার কাছে অনেক কিছুই শুনছে বিদেশীদের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য তিনি নানা ধরণের আন্দোলন করেছিলেন। সে গান্ধীজীকে দেখেনি কোনদিন। কিন্তু কল্পনায় গান্ধীজীর এক বিশেষ ছবি এঁকে নিয়েছিল। তিনি লম্বা, এইসা তাগড়া জোয়ান। পেশীবহুল হাত পা। তা না হলে ইংরাজদের সঙ্গে লড়বেন কি ক'রে? পরনে সুন্দর জরির পায়জামা-পাঞ্জাবী, চোখে চশমা মাথায় মৌলবী সাহেবের মতো দামী টুপি। আর বিদ্যে বুদ্ধিতে ওর মাস্টার মশাই এর হাজার গুণ।

কিন্তু আনোয়ারের কল্পনার গান্ধীজী আর সামনে বসে থাকা গান্ধীজীর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলো না। ইনি গান্ধীজী না অন্য কেউ। অতি সাধারণ ধুতি, তাও হাঁটুর উপরে, খালি গা। চোখে চশ্‌মা, সেটাও খুব সাদা মাটা। সহজ সরল মানুষটি চরকায়

সূতো কাটছেন ।

আনোয়ার সাত পাঁচ ভাবছে । এমন সময় গান্ধীজী তাকে ডেকে পাশে বসালেন।

"আপনিই বাপুজী" আনোয়ার জিজ্ঞাসা করল ।

"হ্যাঁ" গান্ধীজী বললেন ।

তারপর দুজনের আলাপ জমে উঠলো । লেখাপড়া দেশ ও দশের কথা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কোনটাই বাদ গেল না ।

"বাপু তোমার গায়ে জামা নেই কেন ?" আনোয়ার হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রল।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. গান্ধীজী কাদের জন্য ভাবতেন ?
2. আনোয়ারের কল্পনার গান্ধীজী কেমন ছিলেন ?
3. 'আমি খুব গরিব কিনা'। কথাটি কে বলেছে ?

"আমার তো জামা কেনার পয়সা নেই ।"

"নেই কেন ?"

"আমি খুব গরিব কিনা ?"

ছেলেটি মনে মনে ভাবলো আহারে ! বেচারার একটা জামা পর্যন্ত নেই ।

"আচ্ছা ! মাকে বলে তোমার জন্য জামা তৈরি করিয়ে দেব । কোন পয়সা লাগবে না ।

"আমার তো একখানা জামাতে হবে না খোকা ।" মুচকি হেসে বাপুজী বললেন।

"একটা নয় — দুটো - না হয় তিনটে জামা তৈরি করিয়ে দেবো ।" গান্ধীজী রহস্যময় হাসি হেসে বললেন ।" তোমার মা অত জামা তৈরি করতে পারবেন না ।"

"খু-উ-ব পারবে, তুমি বলেই দেখোনা ।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গান্ধীজী বললেন "খোকা আমিতো একা নই। আমার অনেক ভাই - বোন । আমার দেশের চল্লিশ কোটি গরিব ভাই বোনকে

ফেলে রেখে আমি স্বার্থপরের মতো একা একা জামা পরতে পারবো না। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষটাই একটা পরিবার। প্রত্যেকটি ভারতবাসী আমার ভাই বোন। একটি বা দুটি জামাতে আমার কি হবে ?"

আনোয়ার বাপুজীর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলো। আর তখনই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওর নিজের গ্রামের খালি পেট আর খালি গায়ের মানুষগুলির ছবি। তাদের জন্য এই প্রথম দুঃখ অনুভব করলো সে। "সত্যিই তো এই দেশেরই কত ছেলেমেয়ে কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে। আর আমি শুধু নিজেরটাই ভাবছি। ছিঃ আমি কত স্বার্থপর !" আনোয়ারের চিন্তা ভাবনার দিকটাই বদলে গেল সেদিন থেকে।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

জেনে রাখো

পেশীবহুল — অনেক মাংস পেশীযুক্ত

স্বার্থপর — শুধু নিজের কথা ভাবা

নেতৃত্ব — পরিচালনার দায়িত্ব

তাৎপর্য — আসল মানে

সাদামাটা — সাধারণ

খানিকক্ষণ — কিছু সময়

পাঠ পরিচয়

ছোট্ট ছেলে আনোয়ার গান্ধীজীর কাছে জানতে পারলো একতার অর্থ। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষই তো একটি পরিবার।

বাপুজীর পরকে আপন করে ভাবার এই ভাবনা ছোট্ট আনোয়ারকে হঠাৎই যেন বড় করে তুললো। তার নিজের চিন্তা-ভাবনার পথটাই বদলে গেলো।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. গান্ধীজী আশ্রমে কী করছিলেন ?

2. গান্ধীজীকে দেখতে আশ্রমে কে এসেছিল ?

3. বাবার কাছ থেকে আনোয়ার কার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে ?

4. আনোয়ার মাকে বলে গান্ধীজীর জন্য কী তৈরি করে দিতে চেয়েছিল ?

সংক্ষেপে লেখো

5. আনোয়ারের বাবা কী করতেন ?

6. আশ্রমে কাদের জন্য সব সময় দরজা খোলা থাকতো !

7. আনোয়ার কেন গান্ধীজীকে জামা তৈরি করে দিতে চেয়েছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

8. প্রথমে গান্ধীজীর সম্পর্কে আনোয়ারের কী ধারণা ছিল ?

9. গান্ধীজীর অনেক ভাই - বোন, এই কথার মানে কী ?

10. আশ্রম থেকে ফিরে আসার পর আনোয়ারের কী পরিবর্তন হলো ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত (উল্টো) শব্দ লেখো

বিশ্বাস	গরীব
সামনে	সহজ
সম্ভব	দুঃখ

2. শব্দগুলি লক্ষ্য করো

আকাশ থেকে আকাশী, গোলাপ থেকে গোলাপি প্রভৃতি এইভাবে নিচের শব্দগুলি বদল করে লেখো —

গোলাম	সাহেব
বিপ্লব	নবাব
বিদেশ	স্বদেশ

3. শব্দগুলি লক্ষ্য করো

স্বার্থপর	কৃষক
খানিকক্ষণ	চরকা
আলাপ	আশ্রম

4. জেনে রেখো

আমি – আমরা, তুমি - তোমরা, সে - তারা বা অন্য কেউ এইগুলি যা দিয়ে বোঝানো হয়, তা হলো পক্ষ (পুরুষ)।

পক্ষ তিন রকম — আমি পক্ষ (উত্তম পুরুষ)

তুমি পক্ষ (মধ্যম পুরুষ)

সে পক্ষ (প্রথম পুরুষ)।

যেমন, আমি দোকানে যাচ্ছি।

তোমরা বাজারে যাচ্ছ।

সে রোজ বেড়াতে যায়। ইত্যাদি

এই রকম ভাবে নিচের বাক্যগুলি থেকে আমি পক্ষ, তুমি পক্ষ, ও সে পক্ষ বেছে লেখো —

(ক) তোমার গায়ে জামা নেই কেন ?

(খ) আমার তো জামা কেনার পয়সা নেই ।

(গ) আমি খুব গরিব কিনা ।

(ঘ) তোমার মা অত জামা তৈরি করতে পারবেন না ।

(ঙ) তারা কত স্বার্থপর ।

ভাই-বোন

সামসুল হক্

গগন ছিল নাম,
আমি কি জানতাম ।
আর জানি না আকাশ নামে ছিল তার এক ভাই;
নীলিমা যে তাদেরই বোন জানতো কি সব্বাই ?
গগন বলে -- আমার ঘোড়ার নাম রেখেছি সূয্যি,
তার মত কি দুষ্টু ছেলে
রাজ্য খুঁজে কোথাও মেলে ?
মেঘের বনে কোথায় গেল - সকাল থেকে খুঁজছি ।
আকাশ ছিল বেজায় খুশি, সেদিন চতুর্দশী -
পোষ মানানো খরগোশ তার
গলায় দোলে ঝলমলে হার,
সারা উঠোন লাফিয়ে বেড়ায় - নাম দিয়েছে শশী ।
মায়ের আঁচল শূন্য রেখে

অভিমানে চক্ষু ঢেকে
পালিয়ে গেছে যারা,
ঐ নীলিমার কোলের পরে
লুকোচুরি টক্কা-টরে
খেলছে হয়ে লক্ষ কোটি তারা ।

পাঠ পরিচয়

গগনের ভাই আকাশ তাদের বোন নীলিমা । গগন তার তেজস্বী ঘোড়া যার নাম সূর্য তারই পিঠে চড়ে দুপুর বেলা এগিয়ে চলেছে । গভীর বনে ঘোড়া যেমন আড়ালে পড়ে যায় তেমনি হঠাৎ মেঘ এসে গগনের সূর্য ঘোড়াকে আড়াল করে ফেলেছে।

পূর্ণিমার আগের দিন চতুর্দশী । আকাশে ধব্‌ধবে সাদা খরগোশের মতো চাঁদ যার আর এক নাম শশী, উঠোনের মত সারা আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এই আকাশের নীলিমায় তারাগুলি যেন পৃথিবীর কোল থেকে হারিয়ে যাওয়া ছেলে মেয়েরা ।

জেনে রাখো

তিন সময়ের আকাশের রূপ দেখে তিনটি নাম রাখা হয়েছে । ভোরের আকাশ, দুপুরের গগন, বিকেলের নীলিমা ।

টক্কা-টরে — অনেকদিন আগে খবর পাঠাবার সাঙ্কেতিক শব্দ ছিল ।
(টেলিগ্রাফের সংকেত)

নীলিমা — নীল রং, আকাশ

চতুর্দশ — চোদ্দ

চক্ষু — চোখ

শশী — চাঁদ

পাঠবোধ

সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. গগনের ভাই - এর নাম কী ?
2. তাদের বোনের নাম কী ?
3. গগনের ঘোড়ার নাম লেখো ।
4. মেঘের বনে কে হারালো ?
5. খরগোশটির নাম কী ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বিপরীত শব্দ লেখো

যেমন, আকাশ - পাতাল	খুশি
সকাল	শূন্য
উপরে	দুষ্টু
আপন	ভালো

কবিতায় অনেক সময় অনেক শব্দ অন্য ভাবেও লেখা হয়ে থাকে —

যেমন —

সূর্য — সূয্যি

পথ্য — পথ্যি

রাজ্য — রজ্যি

দস্যু — দস্যি

সপ্তাহ — হপ্তা

সবাই — সব্বাই

এরকম আরও অনেক শব্দ আছে ।

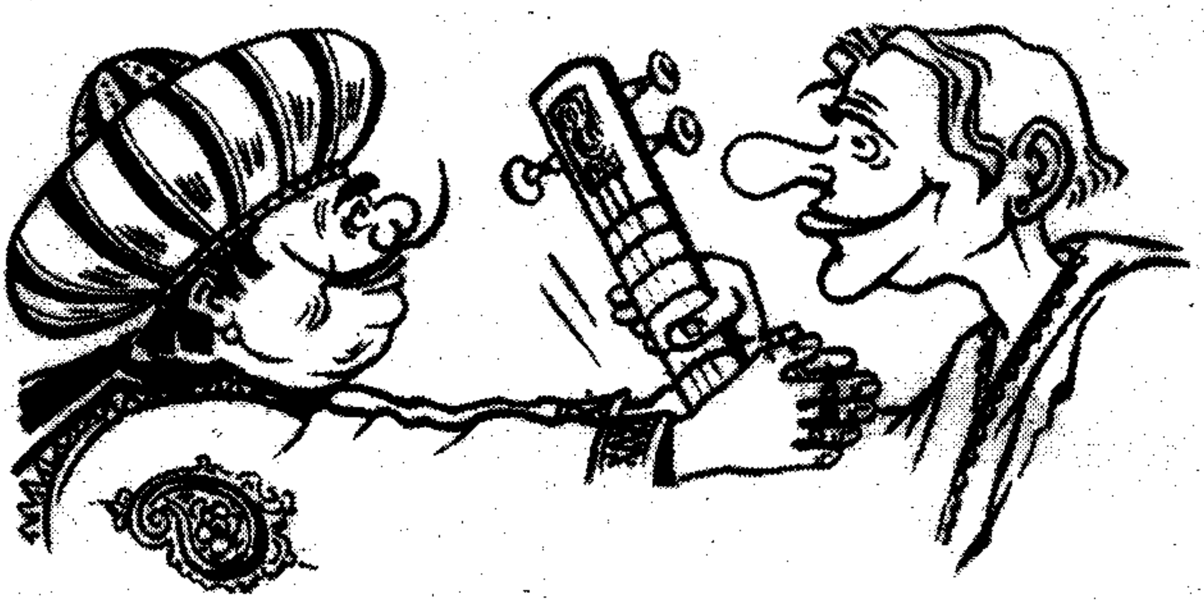

চুপিরাম

রেবন্ত গোস্বামী

এক রাজা।

রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোশালে গরু, ছাগল-শালে ছাগল—স—ব আছে। তবুও রাজার মনে সুখ নেই। কারণ —

না। তোমরা যা ভাবছ, তা নয়। রাজা নিঃসন্তান নন। রাজার সন্তান আছে। ফুলের মতো সুন্দর দুটি ছেলেমেয়ে পাখির মতো কলকাকলিতে রাজার বাড়ি ভরিয়ে রাখে সবসময়। কিন্তু সে কাকলি রাজার কানে পৌঁছায় না। কারণ রাজার কানে অষ্টপ্রহর প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর অসহ্য ব্যথা। চব্বিশ ঘন্টা একটা কান কখনো টনটন করছে, কখনো কটকট করছে, আবার কখনো ভোঁ - ভোঁ করছে। সেই ব্যথায় রাজামশাই শুয়ে স্বস্তি পান না, বসে আরাম

পান না, দাঁড়িয়ে সুখ পান না।

আর এই জন্যেই তাঁর মনে একটুও সুখ নেই।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রাজার সব কিছু থাকতেও রাজার মনে সুখ নেই কেন ?
2. রাজার ক'টি সন্তান ?
3. রাজার কোথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা আর অসহ্য ব্যথা ?
4. কানের ব্যথায় অস্থির হয়ে রাজা কাকে ডাকেন ?

কানের ব্যথায় অস্থির হয়ে রাজা ডাকেন -–'মন্ত্রী !'

মন্ত্রীমশাই ছুটে এলে রাজা বলেন, 'আর পারছি না। ব্যবস্থা কর।'

মন্ত্রীমশাই তলব দেন কোটালকে, কোটাল ডাকল পাত্রকে, পাত্র ডাকল মিত্রকে। মিত্রমশাই ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন কানের ডাক্তারকে।

ডাক্তারবাবু কপালে গোল আয়না লাগিয়ে তাতে ঝাড়-লণ্ঠনের আলো ফেলে রাজার কানের ভেতরটা দেখলেন। তারপর দোল খেলার পিচকারিতে ব্লিচিং পাউডারের জল ভরে পোঁচ্ করে রাজার কানের ভেতরে ছুঁড়লেন। রাজা যখন যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তখন ডাক্তারবাবু বললেন--'কানে কিছু নেই, আসলে গলায় টনসিল হয়েছে। একটা ইনজেক্‌সন দিলেই সেরে যাবে।'

জ্ঞান ফিরলে রাজা দেখলেন কানের ব্যথা আরো বেড়ে গিয়েছে। ডাকলেন — মন্ত্রী।

মন্ত্রী কাছে আসতেই রাজা বললেন– 'ঐ ডাক্তারকে রাজ্য থেকে দূর করে দাও, তার সঙ্গে মিত্রকেও। আর অন্য ব্যবস্থা কর।'

ডাক্তার আর মিত্র রাজ্য থেকে বিতাড়িত হল।

তারপর মন্ত্রী ডাকালেন কোটালকে, কোটাল ডাকল পাত্রকে।

পাত্র নিয়ে এল এক মিষ্টি ওষুধের ডাক্তারকে।

ডাক্তারবাবু নাড়ি টিপে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজামশাই,

রাত্তিরে ঘুমোলে বাঘের স্বপ্ন দেখেন, না সাপের স্বপ্ন দেখেন ?' রাজা যখন বললেন যে তিনি ব্যথাতে ঘুমোতেই পারেন না তো স্বপ্ন দেখা, তখন ডাক্তারবাবু রাজার মুখে তিনটে সাদা সরষের মতো মিষ্টি ওষুধ দিয়ে বললেন তিন দিন পরে জানাতে ।

পরদিন রাজার কানের ব্যথা আরো বেড়ে গেল । ডাক্তারকে খবর দিতে ডাক্তারবাবু এসে মৃদু হেসে বললেন, 'ব্যথা তো বাড়বেই । প্রদীপটা নেভার আগেই দপ করে জ্বলে ওঠে, বাঘ লাফিয়ে আসার আগে একটু পিছু হটে যায়, ঝড় ওঠার আগেই সব চুপ মেরে যায়। রোগের উপসর্গ বাড়িয়ে দিয়ে রোগের মূলোচ্ছেদই আমার চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মন্ত্রীমশাই যখন ছুটে এলো তখন রাজা তাকে কী বললেন ?
2. কোটাল কাকে ডাকল ?
3. ডাক্তার বাবু রাজার কানের ভিতরটা কী করে দেখলেন ?
4. রাজা যখন যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন তখন ডাক্তারবাবু কী বললেন ?

শুনে রাজা হাঁক ছাড়লেন – 'মন্ত্রী !'

মন্ত্রী আসতেই রাজা বললেন, 'এই ডাক্তারকে রাজ্য থেকে গাধার পিঠে চড়িয়ে দূর করে দাও, সঙ্গে পাত্রকেও । আর অন্য ব্যবস্থা কর ।'

ডাক্তার ও পাত্রকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মন্ত্রী ডাকলেন কোটালকে। কোটাল ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসলেন কবিরাজ ন্যায়রত্ন ভেষজশাস্ত্রী ধন্বন্তরি মশাইকে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মিষ্টি ওষুধের ডাক্তারকে কে নিয়ে এল ?
2. মিষ্টি ওষুধের ডাক্তার রাজার মুখে কী দিল ?
3. কবিরাজমশাই কিসের বিরাট ফর্দ দিলেন ?

কবিরাজমশাই অনেকক্ষণ ধরে রাজাকে দেখলেন । কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, 'তাইতো। শরীরও অসুস্থ, বায়ুও কুপিত ।' তারপর এক বিরাট ফর্দ দিলেন। দিনে তিনবার সিমপাতার রস গরম করে কানের ভেতরে ঢালতে হবে । রাতে চারবার ব্রাহ্মীপাতা বেটে মাথায় মাখাতে হবে । সকালে বিকালে গোলমরিচ, তেজপাতা, বাসকপাতা, তালমিছরি গুঁড়িয়ে আধতোলা মধুসমেত সেবন করতে হবে । দুপুরে দুধের সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ ভক্ষণ করতে হবে ।'

কিন্তু এতে রাজার কানের ব্যথা কমা তো দূরের কথা, আরো বেড়ে গেল। আগে এক কানে ব্যথা ছিল, এখন দুকানেই ব্যথা করতে লাগল। রাজার হুকুম মত কবিরাজকে কোটালের সঙ্গে রামছাগলের পিঠে চড়িয়ে রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া হ'ল।

এরপর মন্ত্রীমশাই রাজার যে কানে কম ব্যথা, সে কানে ফিস-ফিস করে বললেন, 'মহারাজ, যদি সাহস দেন তো আমার খুড়তুতো ভাইএর জ্যাঠতুতো দাদার ভাগনের মামার জামাই এর শ্বশুরকে একবার নিয়ে আসি। তিনি কিছু তুকতাক জানেন। আমার বিশ্বাস তাতে আপনার কান নিশ্চয় সেরে যাবে।

এলেন সেই জামাইএর শ্বশুর।

এরপর রাজার হাতে ঝুলল আড়াইশো গ্রাম ওজনের মাদুলি। দশ আঙুলে দশ গ্রহের (প্লুটো সমেত) গ্রহশান্তি কবচ। কোমরে বাঁধা হল শ্বেত বেড়ালা, পীত করবী, নীল অপরাজিতা আর রক্ত গাঁদার শেকড়। গলায় ঝুলল টিকটিকির হাড়, ইঁদুরের দাঁত আর চামচিকের পাখনা।

তাতেও যখন রাজার কানের ব্যথা বেড়েই চলল, তখন তিনি সেই জামাইএর শ্বশুরের সঙ্গে মন্ত্রীকেও একটা কানকাটা কুকুরের পিঠে চড়িয়ে রাজ্যের বার করে দিলেন।

অবশেষে —

মনের দুঃখে বনে চলে যাওয়াই ঠিক করলেন রাজামশাই। সেইমতো ব্যবস্থাপত্র হল। সেপাইসান্ত্রী, সৈন্যসামন্ত, লোকলস্কর, মাঝিমাল্লারা প্রস্তুত হল।

রাজা বনযাত্রা করলেন।

হাতীর পিঠে চড়ে রাজ্যের সীমান্তের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় রাজার মনে হল যেন কাছেই কোথাও একশোটা গাধা একসঙ্গে চিৎকার করছে, এক হাজার কাঠঠোকরা কাঠে ঠোকরাচ্ছে আর একলক্ষ ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। হাতি ঘোড়া যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। লোকজন

উল্টে পড়তে লাগল।

আর ঠিক সেই সময় —

হঠাৎ রাজার কানের মধ্যে যেন তোলপাড় করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই একটা বিরাট ভোমরা রাজার কানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ভোঁ ভোঁ করে উড়ে গেল, যেদিক থেকে শব্দটা আসছে তার ঠিক উল্টোদিকে।

রাজামশাই-এর মনে হল, বৈশাখমাসে যেন হঠাৎ বৃষ্টি এল, শ্রাবণের বাদলা দিনে যেন হঠাৎ রোদ হেসে উঠল, প্রচণ্ড শীতে যেন লেপ গায়ে পড়ল, আর ঘুমে ভেঙে পড়ার সময় যেন নরম বিছানায় কেউ তাঁকে শুইয়ে দিল।

এতদিনের কানের ব্যথা তাঁর হঠাৎ এক মুহূর্তে একেবারে সেরে গেল।

রাজা হাঁকলেন — 'সেনাপতি!'

সেনাপতি আসতেই রাজা বললেন—'কোথা থেকে শব্দটা আসছে খোঁজ নাও গিয়ে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি বেঁধে আনলেন একজন রোগাপটকা লোককে। বললেন, 'মহারাজ, এই লোকটাই ওরকম বিদঘুটে আওয়াজ করছিল। ও বলছে নাকি গলা সাধছিল।'

রাজামশাই রেগে চোখ লাল করে সেনাপতিকে বললেন, 'কেন একে বেঁধে এনেছ? শিগগির এর বাঁধন খুলে দাও।'

1. রাজা মশাই মনের দুঃখে কোথায় চলে যাওয়া ঠিক করলেন ?
2. রাজা চুপিরামকে বুকে জড়িয়ে কী বললেন ?

সেনাপতিমশাই থতমত খেয়ে লোকটির বাঁধন খুলে দিলেন।

রাজা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি ?'

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, অধমের নাম চুপিরাম পাইন, গুপী গাইনের মাসতুতো ভাই। মহারাজ, আমি ভেঙেছি কি কোন আইন ?'

রাজা তাকে বুকে জড়িয়ে বললেন, 'মোটেই না। বরং তোমার গানের

মাইন ফাটার জন্য আমার কানের পোকা বেরিয়ে গিয়ে আমি বাঁচলাম । আজ থেকে তুমি আমার সভাগায়ক ।'

রাজা রাজ্যে ফিরে এলেন । ডাক্তার বৈদ্য, মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র, মিত্র সকলের অপরাধ ক্ষমা করা হল। তারা দেশে ফিরে এল । সকলে মহাখুশি।

শুধু ভোর হতেই সকলে বিছানার পাশে রাখা তুলো ভালো করে কানে গুঁজে নেয়। হাতিশালে হাতিকে, ঘোড়াশালে ঘোড়াকে, গোশালে গরুকে শক্ত করে বেঁধে রাখে মাহুত, সইস আর গোয়ালারা।

কারণ একটু পরেই রাজার প্রিয় সভাগায়ক গেয়ে উঠবেন — 'দ্যাখরে নয়ন মেলে জগতের বাহার ।' মাসতুতো ভাইএর কাছ থেকে শেখা সেই ভৈরবী সুরের গানটা । পাখিরা সেই গান শুনে ঝট্‌পট্ করতে করতে বাসা ছেড়ে উড়ে যাবে, শিউলি ফুল ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে । গানের সুর প্রভাতকে সত্যিই যেন হিড়হিড় করে টেনে আনবে।

কিন্তু কেউই সে গানের সমঝদার হয় না, একমাত্র রাজামশাই ছাড়া । তিনি কেবল কানে হাত চাপা দিয়ে মাথা নাড়েন আর মনে মনে ভাবেন, আহা, এমন কানের পোকা বার করা গান কজন গাইতে পার !

জেনে রাখো

হাতিশাল — যেখানে হাতি থাকে ।

নিঃসন্তান — যার সন্তান নেই ।

অসহ্য — যা সহ্য করা যায় না ।

বিতাড়িত — তাড়িয়ে দেওয়া ।

এক মুহূর্তে — এক নিমেষে ।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. রাজার ছেলেমেয়েরা কিভাবে বাড়ি ভরিয়ে রাখতো ?
2. কোন্ ব্যথার জন্য রাজামশাই কিছুতেই আরাম পেতেন না ?
3. কোটালকে কে ডেকেছিলেন ?
4. মিত্র মশাই কি করে কানের ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলেন ?
5. কারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলো ?

সংক্ষেপে লেখো

6. মিত্র মশাই কানের ডাক্তারকে ডাকার পর তিনি কী করলেন ?
7. "প্রদীপটা নেভার আগেই দপ করে জ্বলে ওঠে" — কথাটি কে বলেছিলেন এবং কেন ?
8. মন্ত্রীমশাই রাজার যে কানে কম ব্যথা, সেখানে ফিস-ফিস্ করে কী বললেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

9. মন্ত্রীমশাই - এর জামাইয়ের শ্বশুর কীভাবে রাজার চিকিৎসা করেছিলেন ?
10. শেষ পর্যন্ত রাজার কানের ব্যথা কি করে সারলো ? — বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

শেষ উচ্চ

মিত্র জয়

উদয় প্রভু

2. বাক্য তৈরি করো

নিঃসন্তান সুন্দর

যন্ত্রণা বিদ্‌ঘুটে

অসুস্থ প্রভাত

3. সঠিক শব্দ দিয়ে খালি জায়গা ভরো

(ক) রাজার কানে .... প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর অসহ্য ব্যথা ।

(রাতদিন, সব সময়, অষ্টপ্রহর)

(খ) .... কান কখনো টন্‌টন্ করছে, কখনো কট্‌কট্ করছে ।

(বাইশ ঘন্টা, চব্বিশ ঘন্টা, বারো ঘন্টা)

(গ) কিন্তু সে .... রাজার কানে পৌঁছায় না ।

(কাকলি, সুর, শব্দ)

4. একটা জিনিসের সঙ্গে রা, গুলি ইত্যাদি শব্দ যোগ করে অনেক জিনিস বোঝানো হয় । যেমন গাছ – গাছগুলি । নিচের শব্দগুলিকে এইভাবে লেখো —

পাতা — বই

ফুল — কলম

বন — ছাতা

ছাপাখানার জন্ম

দেবাশিস্ ঘোষ

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে-সব অজস্র জিনিসপত্র ব্যবহার ক'রে থাকি, তার অনেক-গুলির জন্মের বা আবিষ্কারের এক একটা মজার মজার গল্প আছে। গল্প মানে মনগড়া আর আজগুবি কিছু কল্পকথা নয় ।এইসব আবিষ্কারের গল্প মানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সত্যকাহিনী ।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতা ওলটালেই দেখা যাবে । যে মানুষ তার বুদ্ধি আর কল্পনার সাহায্যে কতশত বিচিত্র বস্তুই না নির্মাণ করেছে । তা না হলে সে প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'রে আজকের এই অবস্থায় পৌঁছোতেই পারতো না । মানুষের চলার পথে যখনই কোনো অসুবিধা দেখা দিয়েছে কিংবা কোনো বাধা-বিপত্তি এসে তার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে, তখনই কিছু চিন্তাশীল মানুষ মাথা খাটিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন ক'রে সারা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন । ইতিহাসের পাতায় এই আবিষ্কারকেরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ।

এমনই এক আবিষ্কারের জন্য চীনদেশের ফুং তে আর পী চিং-এর নাম অমর হয়ে আছে । সে আজ থেকে হাজার বছর আগের কথা । প্রায় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চীনদেশের এক খামখেয়ালী রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এই ফুং তে । এই রাজামশায়ের এক একটি বিচিত্র খেয়াল-খুশির ঘোষণা, প্রায় প্রতিদিনই নানারকম ইস্তাহার, নির্দেশনামায় লিখে লিখে প্রজাসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিলি করা হতো ।

একদিনের ঘটনা । একটি নির্দেশনামা কয়েকটি কাগজে লিখিয়ে রাজামশায়ের দস্তখৎ করাতে এনে মন্ত্রীমশায় বেশ বিপদে পড়লেন । খুঁতখুঁতে রাজা রেগেমেগে বলে বসলেন — "এমন বাজে হাতের লেখার নিচে আমি সই করবো না । যান ভাল ক'রে লিখিয়ে আনুন ।" ফুং তে আর কি করেন ! দেশের ভালো ভালো লিখিয়েদের ডেকে এনে তাদের হাতের লেখার পরীক্ষা শুরু করলেন । দেখা গেল যে একজনের হস্তাক্ষর সত্যিই বেশ ভালো । সেই দণ্ডেই তার লেখার নমুনা নিয়ে মন্ত্রী ছুটলেন রাজার কাছে। বললেন — "দেশে এর চেয়ে ভালো লিখিয়ে আর নেই। আপনি অনুমোদন করলে একেই নির্দেশনামা লেখার কাজে লাগিয়ে দিই।" নমুনাটি নেড়েচেড়ে দেখে রাজা সম্মতি দিলেন ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. চীনের দুজন আবিষ্কারকের নাম লেখো ?
2. ফুং তে কে ছিলেন ?
3. রাজা কিসে সম্মতি দিলেন ?
4. পী চিং কে ছিলেন ?

সেদিন কোনোরকমে তড়িঘড়ি ক'রে সেই লিখিয়েকে দিয়ে কাজ শেষ করালেও মন্ত্রীমশায়ের দুশ্চিন্তা কিন্তু কিছুমাত্র কমলো না । মাত্র একজন মানুষ দৈনিক এত লেখা লিখবে কি করে ? তাও আবার একটি নির্দেশ একটি মাত্র কাগজে লিখলে চলবে না। একই লেখার কয়েকগণ্ডা নকল চাই । অথচ একটিও খারাপ হলে রাজামশায়ের হাত থেকে রেহাই নেই ।

সারারাত ধরে ভেবেই চলেন ফুং তে । কিছুতেই কুলকিনারা পাচ্ছেন না । দু'চোখের পাতা তাঁর কিছুতেই এক হলো না । এদিকে ভোরের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে । হঠাৎ তাঁর মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটি ভাবনা খেলে গেলো। উত্তেজনায় লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি চাকরবাকরদের হাঁকডাক শুরু করলেন । একজনকে ধমক দিয়ে পাঠালেন রাজ্যের বুড়ো ছুতোর মিস্ত্রী পী চিং-কে ডেকে আনতে । মিস্ত্রী সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে কাজের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন । মন্ত্রীমশায়ের জোর-তলব পেয়ে পড়ি কি মরি ছুটলেন তৎক্ষণাৎ। পী চিং মুখোমুখি হতেই ফুং তে সেই লিখিয়ের লেখা একটি কাগজ সামনে পেতে জিজ্ঞাসা করলেন —

"পারবে, এই লেখাটিকে কাঠের উপর খোদাই করে দিতে ?" মিস্ত্রীর চটজলদি উত্তর – "এ আর এমন কী শক্ত কাজ ! নরম কাঠ পেলে ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই করে দেব ।" মন্ত্রীমশায় আশ্বস্ত হয়ে বললেন – "তবে দেরি না ক'রে এক্ষুনি লেগে যাও কাজে ।"

সত্যিসত্যিই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পী চিং তার বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখিয়ে কাঠ খোদাই ক'রে ফেললেন । মন্ত্রীমশায় ফলকটি হাতে পেয়েই তাতে কালি মাখিয়ে একটি সাদা কাগজের উপর চেপে ধরলেন। কাগজে ছাপ উঠলো । কিন্তু এ কী ! লেখা যে সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে ছেপেছে । ফুং তে আবার পড়লেন চিন্তায় । তবে সমাধান খুঁজে পেলেন খুব তাড়াতাড়ি । পী চিং-কে বললেন - "অন্য একটি কাঠের ফলকে এই উল্টো লেখাটাকেই তাড়াতাড়ি খোদাই করে দাও দেখি ।"

কয়েক ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয় ফলকটিতেও খোদাই সম্পূর্ণ হলো । এই উল্টো লেখা ফলকটিতে কালি মাখিয়ে কাগজে চেপে ধরতেই ফল পাওয়া গেল । হুবহু সেই ভাল লিখিয়ের হাতের লেখা । প্রধান মন্ত্রীমশায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলেন ।

পরের দিন থেকে সেই-লিখিয়ে, রাজার নির্দেশকে উল্টো ক'রে লিখে দিত আর বুড়ো মিস্ত্রী কাঠের ফলকে চটপট তা খোদাই করে ফেলত । তারপর কালি মাখিয়ে পরপর কাগজে ছাপ নেওয়া হতো । অতি অল্প সময়ে কয়েকশো কাগজে একই ইস্তাহার বা নির্দেশনামা ছাপা হয়ে যেত ।

দিনের পর দিন যায় । ফুং তে-র আর ভাবনার শেষ নেই । ভাবলেন রোজ রোজ এত পরিশ্রম না ক'রে যদি স্থায়ীভাবে এক একটি অক্ষরের হরফ তৈরি ক'রে নেওয়া যায় তাহলে সবসময় লিখিয়ে আর মিস্ত্রীর দরকার হবে না, কাঠের খরচও কমবে । যেই ভাবা সেই কাজ। ফুং তে-র নির্দেশে পী চিং মাটির হরফ তৈরি করলেন। সেগুলিকে পুড়িয়ে শক্ত করা হলো । তারপর বড় বড় কাঠের ফলকে লেখা অনুযায়ী তা সাজিয়ে আঠা দিয়ে আটকে কালি মাখিয়ে কাগজে ছাপ নেওয়া

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রাজামশায় কী ভাবে নিজের খেয়াল খুশির কথা ঘোষণা করাতেন ?
2. তাস ও ছবির বই কোথায় ছাপা শুরু হয় ?
3. কার চেষ্টায় পৃথিবীতে প্রথম ছাপার কল বা মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় ?
4. কাঠের ফলকে কী মাখিয়ে কাগজে ছাপ নেওয়া হতো ?

হতে লাগলো ।

এইভাবে ফুং তে আর পী চিং - এর যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো । পরবর্তী রাজা ও রাজপুরুষদের অবহেলায় কালক্রমে চীনদেশে এই ছাপার পদ্ধতি লুপ্ত হয়ে যায়। তার ছয়-সাত শত বছর পরে ইউরোপে তাস ও ছবির বই ছাপা শুরু হয় এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানির গুটেনবার্গের চেষ্টায় পৃথিবীতে প্রথম ছাপার কল বা মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় ।

জেনে রাখো

দৈনন্দিন	—	প্রতিদিন
উদ্ভাবন	—	নতুন কিছু তৈরী করা
আবিষ্কার	—	খোঁজ
চিরস্মরণীয়	—	চিরকাল মনে রাখার মতো
কল্পকথা	—	বানানো গল্প
ইস্তাহার	—	বিজ্ঞপ্তি
নির্মাণ	—	তৈরি
নির্দেশ	—	হুকুম
প্রতিকূলতা	—	বিরোধিতা
দস্তখৎ	—	সই
হস্তাক্ষর	—	হাতের লেখা
অনুমোদন	—	স্বীকার করা

দৈনিক — প্রতিদিন

নির্ধারিত — বাঁধাধরা

সম্পূর্ণ — পুরো

সমাধান — মীমাংসা

আত্মহারা — নিজেকে ভুলে

পদ্ধতি — উপায়

পঞ্চদশ — পনেরো

পাঠবোধ

খালি জায়গায় ঠিক উত্তর ভরো

1. ইতিহাসের পাতায় এই ....চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ।

(বৈজ্ঞানিক / আবিষ্কারকেরা)

2. খামখেয়ালী রাজার .... ছিলেন ফুংতে ।

(রাজমন্ত্রী / প্রধানমন্ত্রী)

3. এমন বাজে হাতের লেখার নিচে আমি .... করবো না ।

(সই / দাগ)

4. আপনি .... করলে একেই ....লেখার কাজে লাগিয়ে দিই ।

(আজ্ঞা / অনুমোদন; নির্দেশনামা / আদেশনামা)

5. দু চোখের .... তাঁর কিছুতেই .... হলো না ।

(মণি / পাতা; এক / দুই)

6. .... কাঠ পেলে ঘন্টা .... মধ্যেই করে দেব ।

(নরম / শক্ত; তিনেকের / চারকের)

7. মাটির হরফগুলিকে .... শক্ত করা হলো ।

(শুকিয়ে / পুড়িয়ে)

সংক্ষেপে লেখো

8. মন্ত্রীমশায় একবার কেন বিপদে পড়ল ?

9. ছাপাখানার কাজ কী ? ছাপাখানা আমাদের কী উপকার করে ?

10. ফুং তে ও পী চিং কোথাকার লোক এবং তাঁরা কী জন্য বিখ্যাত ?

11. ফুং তে কোন দেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ? আর তাঁর রাজা কেমন ছিলেন ?

12. চীনদেশে ছাপার পদ্ধতি লুপ্ত হয়ে যায় কেন ?

13. মন্ত্রীমশায়ের দুশ্চিন্তা কেন কমলো না ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

14. ফুং তে-র একদিন রাত্রে ঘুম না হওয়ার কারণটি কী ছিল ?

15. ফুং তে পী চিংকে কেন ডেকে পাঠালেন ?

16. পী চিং কী ভাবে ফুং তের কাজটি করে দিলেন ?

17. মাটির হরফ তৈরির ঘটনা নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. অর্থ ঠিক রেখে প্রতিটি শব্দকে দুভাগে ভাগ করো —

কল্পকথা	—— + ——,	পঞ্চদেশ	—— + ——,
কুলকিনারা	—— + ——,	প্রাতঃকৃত্য	—— + ——,
চটজলদি	—— + ——,	প্রজাসাধারণ	—— + ——,

চাকরবাকর —— + ——, মুখোমুখি —— + ——,

জিনিসপত্র —— + ——, রাজামশায় —— + ——,

কোনোরকমে —— + ——, সত্যিসত্যিই —— + ——,

2. **বিপরীত শব্দ লেখো**

আবিষ্কার — দুশ্চিন্তা —

সত্য — শক্ত —

অসুবিধা — আশ্বস্ত —

সম্মতি — সম্পূর্ণ —

জেনে নাও

আজকাল কী ভাবে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছাড়াও শুধু কম্‌পিউটারের বোতাম টিপে একদেশে বসে অন্য দেশে ছাপার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে, তা তোমরা শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে জেনে নাও ।

রুমির ইচ্ছা

নরেশ গুহ

আমি যদি হই ফুল   হই ঝুঁটি-বুল বুল   হাঁস
মৌমাছি   হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই,   বাড়ি থেকে দূরে যাই
ছেড়ে যাই ধারাপাত   দুপুরের ভূগোলের   ক্লাস
তবে আমি টুপটুপ   নীল হ্রদে দিই ডুব   রোজ
পায়না আমার কেউ   খোঁজ
তবে আমি উড়ে উড়ে   ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক   ভোজ
হোক আমার এলো চুল   তবু আমি হই ফুল   লাল
ভরে দিই ডালিমের   ডাল

ঘড়িতে দুপুর বাজে,   বাবা ডুবে যান কাজে

তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল ।

জেনে রাখো

এক রাশ — অনেক

ধারাপাত — সংখ্যা শেখার বই

এলো চুল — খোলাচুল

ভূগোল — যে বই থেকে পৃথিবী সম্পর্কে জানা যায় ।

ভোজ — খাওয়া-দাওয়া

হ্রদ — বড় জলাশয় ।

কাব্য পরিচয়

শিশু স্বভাবতই কল্পনা প্রবণ । তার কল্পনা অনেক সময়ই ইচ্ছার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় । ঝুমির অনেক কিছু হতে ইচ্ছা করে । সে হতে চায় ফুল, পাখি, হাঁস অথবা মৌমাছি । উড়ে যেতে চায় আকাশে । পড়া আর স্কুলের ক্লাস ছেড়ে হারিয়ে যেতে চায় অনেক দূরে । ফুলের মধু সংগ্রহ করে দিতে চায় ভোজ । দুপুরে তার বাবা কাজে ব্যস্ত । কিন্তু ঝুমি তখনও ডালিমের ডাল লাল ফুলে ভরে দিয়ে রয়ে যেতে চায় সকালেই । ঝুমির সকাল আর ফুরোয় না ।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তরটি লেখো

1. আমি যদি হই .... **হই ঝুঁটি-বুলবুল হাঁস**

   (ক) পাতা

(খ) ফুল

(গ) ডাল

2. তবে আমি উড়ে যাই .... ছেড়ে দূরে যাই

(ক) স্কুল

(খ) বাগান

(গ) বাড়ি

3. ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের .... ক্লাস

(ক) ভূগোলের

(খ) ইতিহাসের

(গ) বিজ্ঞানের

4. তবে আমি টুপটুপ .... দিই ডুব রোজ

(ক) পুকুরে

(খ) নীলহ্রদে

(গ) নদীতে

5. ঘড়িতে দুপুর বাজে .... ডুবে যান কাজে

(ক) বাবা

(খ) কাকা

(গ) মামা

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. 'আমি যদি হই ফুল'... কে একথা বলেছে ?

7. রুমি কী কী হতে চেয়েছিল ?

8. ধারাপাত আর ভূগোলের ক্লাস ছেড়ে রুমির কোথায় যেতে ইচ্ছা করতো ?

সংক্ষেপে লেখো

9. রুমি কোথা থেকে মধু এনে ভোজ দিতে চাইতো ?

10. 'হোক্ আমার এলো চুল' .... এখানে আমার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ?

11. রুমির কীরকম ফুল হতে ইচ্ছা হতো ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

12. 'ঘড়িতে দুপুর বাজে'... বলতে কী বোঝায় ?

13. রুমির বাবা দুপুরে কী করেন ? রুমির সকাল ফুরোয়না কেন ? বুঝিয়ে লেখো ।

14. রুমির মতো তোমার কী কী হতে ইচ্ছা করে ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. শুদ্ধ শব্দটিতে (√) চিহ্ন দাও

ঝুটি / ঝুঁটি	একরাস / একরাশ
দূরে / দুরে	টুপটাপ / টুপটুপ
বাড়ী / বাড়ি	ভূগোল / ভুগোল

2. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো

মৌমাছি	ধারাপাত
হাঁস	লালফুল
মধু	ভোজ

3. নিচে দেওয়া বাঁদিকের অংশের সঙ্গে সঠিকভাবে ডানদিকের অংশ মিলিয়ে লেখো

ক	খ
তবে আমি উড়ে যাই	বাবা ডুবে যান কাজে
হোক আমার এলো-চুল	হই ঝুঁটি - বুলবুল
আমি যদি হই ফুল	তবু আমি হই ফুল
ঘড়িতে দুপুর বাজে	বাড়ি থেকে দূরে যাই

ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা

সুকান্ত ভট্টাচার্য

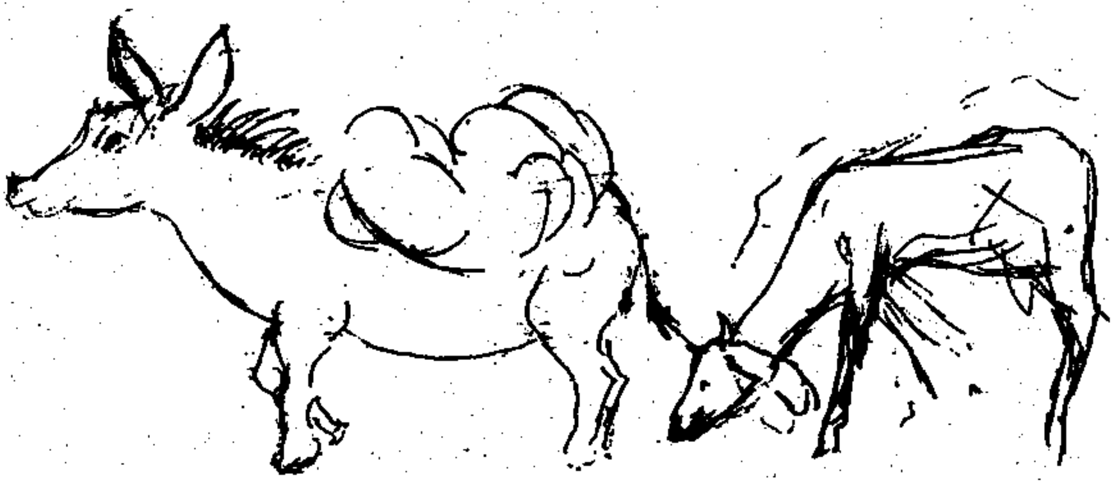

একটি লোকের একটা ষাঁড়, একটা গাধা আর একটা ছাগল ছিল। লোকটি বেজায় অত্যাচার করত তাদের ওপর। ষাঁড়কে দিয়ে ঘানি টানাত, গাধা দিয়ে মাল বওয়াত আর ছাগলের সবটুকু দুধ দুয়ে নিয়ে বাচ্চাদের কেটে কেটে খেত, কিন্তু তাদের কিছুই প্রায় খেতে দিত না। কথায় কথায় বেদম প্রহার দিত।

তিনজনেই সব সময় বাঁধা থাকত, কেবল রাত্তির বেলায় ছাগল ছানাদের শেয়ালে নিয়ে যাবে ব'লে গোয়ালঘরের মাচায় ছাগলকে না বেঁধেই ছানাদের সঙ্গে রাখা হত।

একদিন দিনের বেলায় কি ক'রে যেন ষাঁড়, গাধা, ছাগল তিনজনেই ছাড়া অবস্থায় ছিল। লোকটিও কি কাজে বাইরে গিয়ে ফিরতে দেরি ক'রে ফেলল। তিনজনের অনেক দিনের খিদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই গাধা সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ভাল ভাল জিনিস খেতে আরম্ভ করল। ষাঁড়টা কিছুক্ষণের মধ্যেই সাফ করে ফেলল লোকটির চমৎকার তরকারির বাগানটা। ছাগলটা আর কী করে, কিছুই যখন খাবার নেই, তখন সে বারান্দায় মেলা একটা আস্ত কাপড় খেয়ে ফেলল মনের আনন্দে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. একটি লোকের কাছে কোন্ কোন্ পশু ছিল ?
2. পশুগুলিকে কথায় কথায় লোকটি কী করতো ?
3. ছাগল দড়ি দুটো খেয়ে ফেলতেই তিনজনে মিলে কী শুরু করে ?
4. সমিতিতে কী পরামর্শ হয় ?

লোকটি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে তাজ্জব ব'নে গেল। তারপর চেলাকাঠ দিয়ে এমন মার মারল তিনজনকে যে আশপাশের পাঁচটা গ্রাম জেনে গেল লোকটির বাড়ি কিছু হয়েছে। সেদিনকার মতো তিনজনেরই খাওয়া বন্ধ করে দিল লোকটি।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. ষাঁড় আর গাধা দুজনে একমত হয়ে ছাগলকে সমিতির কী বানিয়েছিল ?
2. কী হওয়া নিয়ে গোল বাধল ?
3. ষাঁড় আর গাধা দুজনেই কী হতে চায় ?
4. অনেক মহাপুরুষের মতো ছাগলটারও কী ছিল ?

রাত হতেই মাচা থেকে টুক ক'রে লাফিয়ে পড়ল ছাগল। তারপর গাধা আর ষাঁড়কে জিজ্ঞেস করল ঃ গাধা ভাই, ষাঁড় ভাই, জেগে আছ?

দুজনেই বলল ঃ হ্যাঁ, ভাই।

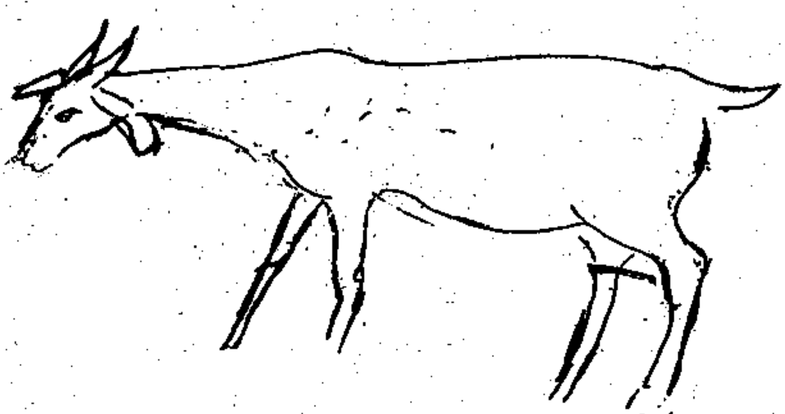

ছাগল বলল ঃ কি করা যায় ?

ওরা বলল ঃ কী আর করব, গলা যে বাঁধা।

ছাগল বলল ঃ সেজন্যে ভাবনা নেই, আমি কি - না খাই ? আমি এখুনি তোমাদের গলার দড়ি দুটো খেয়ে ফেলছি। আর খিদেও যা পেয়েছে !

ছাগল দড়ি দুটো খেয়ে ফেলতেই তিনজনের পরামর্শ-সভা শুরু হয়ে গেল।

তারা পরামর্শ করে একটা 'সমিতি' তৈরি করল । ঠিক হল আবার যদি এইরকম হয়, তাহলে তিনজনেই একসঙ্গে লোকটিকে আক্রমণ করবে। ষাঁড় আর গাধা দুজনে একমত হয়ে ছাগলকে সমিতির সম্পাদক করল । কিন্তু গোল বাধল সভাপতি হওয়া নিয়ে । ষাঁড় আর গাধা দুজনেই সভাপতি হতে চায় । বেজায় ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। শেষকালে তারা কে বেশী যোগ্য ঠিক করবার জন্যে, সালিশী মানতে মোড়লের বাড়ি গেল । ছাগলকে রেখে গেল লোকটির ওপর নজর রাখতে। মোড়ল ছিল লোকটির বন্ধু । গাধাটা চেঁচামেচি করে ঘুম ভাঙাতেই বাইরে বেরিয়ে মোড়ল চিনল এই দুটি তার বন্ধুর ষাঁড় আর গাধা । সে সব কথা শুনে বলল ঃ বেশ, তোমরা এখন আমার বাইরের ঘরে খাও আর বিশ্রাম কর, পরে তোমাদের বলছি কে যোগ্য বেশী। ব'লে সে তার গোয়ালঘর দেখিয়ে দিল। দুজনেরই খুব খিদে। তারা গোয়ালঘরে ঢুকতেই মোড়ল গোয়ালের শিকল তুলে দিয়ে বলল ঃ মানুষের বিরুদ্ধে সমিতি গড়ার মজাটা কি, কাল সকালে তোমাদের মনিবের হাতে টের পাবে ।

এদিকে অনেক রাত হয়ে যেতেই ছাগল বুঝল ওরা বিপদে পড়েছে, তাই আসতে দেরি হচ্ছে । সে তার ছানাদের নিয়ে প্রাণের ভয়ে ধীরে ধীরে লোকটির বাড়ি ছেড়ে চলে গেল বনের দিকে ।

সকাল হতেই খোঁজ পড়ে গেল চারিদিকে । লোকটি এক সময়ে খবর পেল ষাঁড় আর গাধা আছে তার মোড়ল-বন্ধুর বাড়ি । অমনি দড়ি আর লাঠি নিয়ে ছুটল সে মোড়লের কাছে, জানোয়ার আনতে ।

'মানুষকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই' এই কথা ভাবতে ভাবতে খালি পেটে ষাঁড় আর গাধা পালাবার মতলব আঁটছিল । এমন সময় সেখানে লোকটি হাজির হল । তারপর লোকটির হাতে প্রচণ্ড মার খেতে খেতে ফিরে এসে গাধা ষাঁড় আবার মাল বইতে আর ঘানি টানতে শুরু করল আগের মতোই । কেবল ছাগলটাই আর কখনো ফিরে এল না । কারণ অনেক মহাপুরুষের মতো ছাগলটারও একটু দাড়ি ছিল ।

উপদেশ ঃ নিজের কাজের মীমাংসা করতে অন্যের কাছে কখনো যেতে নেই ।

জেনে রাখো

অত্যাচার — কষ্ট দেওয়া

প্রহার — মারা

মাচা — বসার উঁচু জায়গা

তাজ্জব — অবাক

পরামর্শ — আলোচনা করা

সভাপতি — দলের প্রধান

বিশ্রাম — আরাম করা

প্রচণ্ড — খুব বেশি

মীমাংসা — মিট্-মাট্ করান

পাঠবোধ

খালি জায়গায় ঠিক উত্তরটি ভরো

1. সেদিনকার মতো তিনজনেরই .... বন্ধ করে দিয়ে লোকটি ।

(খাওয়া, বসা, হাওয়া)

2. রাত হতেই মাচা থেকে টুক করে .... পড়ল ছাগল ।

(শুয়ে, উঠে, লাফিয়ে)

3. তারা পরামর্শ করে একটা .... তৈরি করল ।

(সভা, বসার জায়গা, সমিতি)

4. ছাগলকে রেখে গেল লোকটির ওপর .... রাখতে ।

(নজর, পাহারা, বাঁধন)

5. নিজের কাজের মীমাংসা করতে .... কাছে কখনো যেতে নেই ।

(বন্ধুর, শত্রুর, অন্যের)

সংক্ষেপে লেখো

6. পশুগুলি কী অবস্থায় থাকতো ?

7. পশুগুলিকে দিয়ে লোকটি কী করাতো ?

8. ষাঁড় আর গাধা মোড়লের বাড়ি কেন যেতো আর মোড়ল কী করতো ?

9. গোয়ালঘরে ঢুকতেই মোড়ল ষাঁড় আর গাধার সঙ্গে কী করলো ?

10. ষাঁড় আর গাধাকে ফিরতে না দেখে ছাগল কী বুঝলো ?

11. এই গল্পে লেখক কী উপদেশ দিয়েছেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

12. একদিন দিনের বেলায় ষাঁড়, গাধা, ছাগল ছাড়া অবস্থায় কী কী করেছিল ?

13. লোকটি বাইরে থেকে ফিরে এসে ষাঁড়, গাধা, ছাগলকে ছাড়া অবস্থায় দেখে কী করে ?

14. যখন ষাঁড় আর গাধা পালাবার মতলব আঁটছিল ঠিক ঐ সময় কী হয় ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বাক্য রচনা করো

ষাঁড়, গাধা, ছাগল, মোড়ল, মহাপুরুষ

2. সঠিক বানানগুলির পাশে (√) চিহ্ন দাও

(ক) ষাঁর / ষাঁড়,

(খ) প্রহার / প্রহাড়,

(গ) তাজ্জব / তাজ্জ্বব,

(ঘ) পরামর্শ / পরামর্স,

(ঙ) সমিতী / সমিতি,

(চ) যোগ্য / যোগ্ন ।

3. নিচের শব্দগুলিতে একের চেয়ে বেশি বোঝায় এমন শব্দ তৈরি করো

(যেমন — গাছ — গাছগুলি)

ছাগল ——

বাচ্চা ——

ছানা ——

লোক ——

কাপড় ——

তরকারি ——

4. বিপরীত শব্দ লেখো

দিন ——

বিশ্বাস ——

আরম্ভ ——

সোজা ——

বাঁধা ——

প্রচন্ড ——

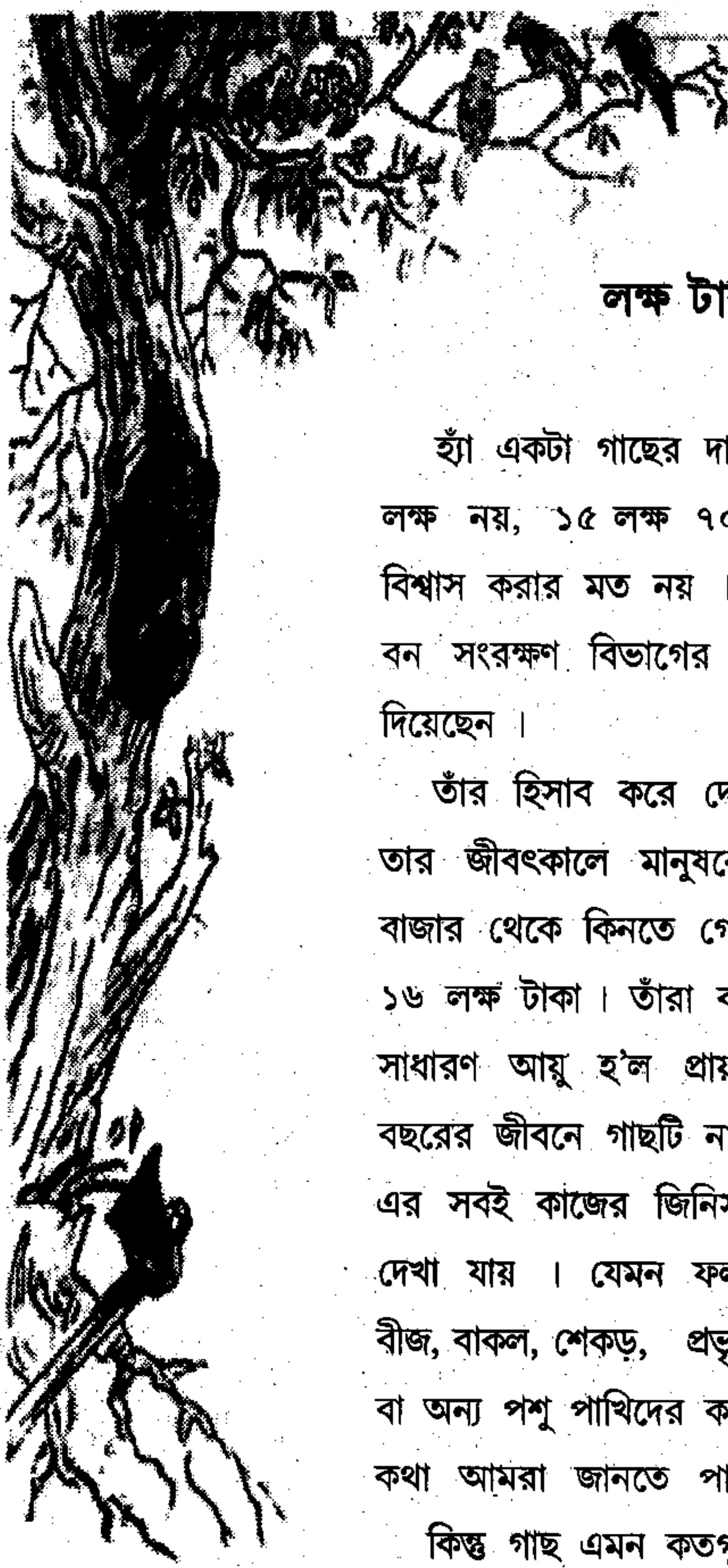

লক্ষ টাকার গাছ

গুরুচরণ সামন্ত

হ্যাঁ একটা গাছের দাম লক্ষ টাকা । এক আধ লক্ষ নয়, ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা । কথাটা বিশ্বাস করার মত নয় । কিন্তু দেরাদুনের ভারতীয় বন সংরক্ষণ বিভাগের বৈজ্ঞানিকরা এই হিসাবই দিয়েছেন ।

তাঁর হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, একটা গাছ তার জীবৎকালে মানুষকে যে সেবা দেয়, সেটা বাজার থেকে কিনতে গেলে তার দাম পড়বে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। তাঁরা বলেছেন যে, একটি গাছের সাধারণ আয়ু হ'ল প্রায় ৫০ বছর। এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে গাছটি নানারকম সামগ্রী দান করে। এর সবই কাজের জিনিস। এর কতকগুলি চোখে দেখা যায় । যেমন ফল, ফুল, কাঠ, পাতা, রস, বীজ, বাকল, শেকড়, প্রভৃতি । এর সবই, মানুষের বা অন্য পশু পাখিদের কাজে লাগে । তাই এগুলির কথা আমরা জানতে পারি, মনে রাখি ।

কিন্তু গাছ এমন কতগুলি সেবা দেয়, যা আমরা

দেখতে পাই না । তাই জানতেও পারি না। সেই সব সেবার কথা মনেও রাখি না । গাছের দেওয়া অক্সিজেনের শ্বাস নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। গাছ বৃষ্টি করায়, বৃষ্টি বাড়ায়, জমির জল ধরে রাখে । তাতে আমরা চাষবাস করি । গাছের শেকড় মাটি আঁকড়ে রেখে জমিকে ক্ষয় হতে দেয় না, উপরের স্তরের সারকে ফসলের জন্য জমা করে রাখে। নিশ্বাসের সঙ্গে আমরা দুষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসে মিশিয়ে দিই। গাছ সেই দুষিত গ্যাস শুষে নিয়ে অক্সিজেন ছাড়ে — নিজেও বাঁচে, আমাদেরও বাঁচায় ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বৈজ্ঞানিকরা একটা গাছের কত দাম বলেছেন ?
2. আমাদের অক্সিজেন কে দেয় ?

গাছের এই সেবার কি কোনো দাম নেই ? নিশ্চয় আছে । এই সেবাগুলি গাছেরা বিনা পয়সায় দেয় বলেই আমরা তার মূল্য বুঝতে পারি না। ধরো, একটা গাছ তার পঞ্চাশ বছরের জীবনে যতটা অক্সিজেন বিনামূল্যে দান করে, সেটা যদি আমাদের বাজারে কিনতে হত, তাহলে তার দাম পড়ত, ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । এই ভাবে দেরাদুনের বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে সাধারণতঃ একটা গাছ, তার ৫০ বছরের জীবনে মানুষকে যা দেয়, তার মোট অর্থ মূল্য হ'ল ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হিসাবটা এরকম—

অক্সিজেন দেয় ২.৫০ লক্ষ টাকার । পশুখাদ্য জোগায় ২০ হাজার টাকার। ভূমিক্ষয় রোধ করে ২.৫০ লক্ষ টাকার । জমির আর্দ্রতা রক্ষা ও জলস্তরের সাম্য বজায় রাখে ৩ লক্ষ টাকার। বায়ুদূষণ রোধ করে ৫ লক্ষ টাকার । অন্যান্য জীবজন্তুদের আশ্রয় দিয়েও রক্ষা করে যে সেবা দেয়, তার দাম ২.৫০ লক্ষ টাকা ।

এতো গেল শুধু সেবার মূল্য । এর উপর আছে ফল-মূল, ফুল-পাতা, কাঠ-বাকল, বীজ প্রভৃতির দাম। গাছ যতদিন বাঁচে, ততদিন নীরবে এই

দান দিতে থাকে ।

গাছকে মেরে বা কেটে ফেললে যা লাভ, তার চেয়ে লক্ষগুণ লাভ হল গাছকে বাঁচিয়ে রাখায়, গাছকে বাড়িয়ে তোলায় । তাতে গাছও বাঁচবে, আমরাও বাঁচবো ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা কোন গ্যাস ছাড়ি ?
2. একটি গাছের সাধারণ আয়ু কত ?

এই উদ্দেশ্য নিয়েই বৃক্ষ রোপণ, বন ও বন্য পশু সংরক্ষণ করা হয়, জল-স্থলের সকল প্রাণীকেই রক্ষা করা হয় । সকলেরই বাঁচার অধিকার আছে, বাঁচার প্রয়োজনীয়তা আছে । পৃথিবীটা তো মানুষের একার সম্পত্তি নয় ।

জেনে রাখো

সংরক্ষণ	—	রক্ষা করা
বৈজ্ঞানিক	—	বিজ্ঞান নিয়ে যিনি চর্চা করেন ।
জীবৎকাল	—	জীবন কালে
সামগ্রী	—	জিনিস
ক্ষয়	—	নষ্ট হয়ে যাওয়া
দূষিত	—	দোষযুক্ত
আর্দ্রতা	—	ভিজে ভাব
বৃক্ষরোপন	—	গাছ পোঁতা
প্রয়োজনীয়	—	দরকার
সম্পত্তি	—	ধন দৌলত
স্তর	—	থাক্
সাম্য	—	সমতা, একতার ভাব

পাঠ পরিচয়

দেরাদুনে ভারতীয় বন সংরক্ষণের বিজ্ঞানীরা গাছের বিষয়ে অনেক তথ্য দিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মতে একটি গাছের দাম লক্ষ টাকা । গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় । তাছাড়া গাছ আমাদের প্রকৃতিকেও নানা ভাবে নিজের সেবা দিতে সাহায্য করে ।

পাঠবোধ

1. যেগুলি ঠিক নয় তার পাশে (X) চিহ্ন দাও যেগুলি ঠিক তার পাশে (√) চিহ্ন দাও

(ক) গাছ অক্সিজেন না দিলে মানুষের ক্ষতি নেই । ☐

(খ) গাছ আমাদের কোন কিছুই দান করে না । ☐

(গ) গাছ আছে বলে আমরা বেঁচে আছি । ☐

(ঘ) গাছ কাটলেই বেশি লাভ । ☐

(ঙ) পৃথিবীটা মানুষের একার সম্পত্তি নয় । ☐

(চ) কার্বন-ডাইঅক্সাইড গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক । ☐

(ছ) আমাদের সকলের গাছ লাগানো উচিত । ☐

2. প্রতিটি স্তম্ভ থেকে একটি করে বাক্যাংশ নিয়ে সঠিক বাক্য তৈরি করো

ক	খ	গ
একটি গাছের	ততদিন নীরবে	জমির জল ধরে রাখে।
গাছ বৃষ্টি করায়	বন্য পশু সংরক্ষণ	অক্সিজেন ছাড়ে ।
গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস	মাটি আঁকড়ে	দান দিতে থাকে ।
গাছ যতদিন বাঁচে	বৃষ্টি বাড়ায়	আমাদের কর্তব্য ।
বৃক্ষরোপন	সেবার দাম	ভূমিক্ষয় বন্ধ করে ।
গাছের শেকড়	শুষে নিয়ে	প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ।

সংক্ষেপে উত্তর লেখো

3. আমরা কোন্ গ্যাস শ্বাস রূপে গ্রহণ করি আর ঐ গ্যাস কোথা থেকে পাওয়া যায় ?
4. গাছ কোন্ গ্যাস শুষে নেয় আর ঐ গ্যাস কোথা থেকে এসে বাতাসে মিশে যায় ?
5. গাছ কী কী সামগ্রী দান করে যা আমরা চোখে দেখতে পাই ?
6. গাছ আমাদের গ্যাস দেয়, এছাড়াও আরো অনেক কিছু গাছ করে তা কী ?
7. একটি গাছ কত টাকার গ্যাস দান করে আর গাছের বায়ুদূষণ রোধ করার দাম কতো ?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

8. গাছ নীরবে আমাদের সেবা করে, 'লক্ষ টাকার গাছ' পাঠটি পড়ে কী কী সেবা গাছ দেয়, বুঝিয়ে লেখো ।
9. গাছের উপকারিতা বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. একই অর্থের অন্য শব্দ বলো

(যেমন — বন = জংগল)

কাজ =	কাঠ =
বছর =	মূল্য =
পর =	বৃক্ষ =

2. গণ, গুলি, গুলো, রা দিয়ে বহুবচন করো

(যেমন — ফুল = গুলি = ফুলগুলি)

লোক	+	=	ফল	+	=
গাছ	+	=	টাকা	+	=

পন্ডিত	+	=	মেয়ে	+	=
বিজ্ঞানী	+	=	বৈজ্ঞানিক	+	=

করতে পারো

একটি গাছের সেবার মূল্য লক্ষ্য করো

অক্সিজেন	——	2. 50 লক্ষ টাকা
পশুখাদ্য	——	0. 20 ,, ,,
ভূমির রোধ	——	2. 50 ,, ,,
জমির আর্দ্রতা রক্ষা ও জলস্তরের সাম্য বজায়	——	3. 00 ,, ,,
বায়ু দূষণ রোধ	——	5. 00 ,, ,,
অন্য জীব আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করে	——	3. 00 ,, ,,
	মোট —	15. 70 লক্ষ টাকা

এই তালিকাটি তৈরি করে ক্লাসে টাঙিয়ে দিতে পারো ।

বাবার চিঠি

বুদ্ধদেব বসু

আমি যদি হতেম ছোটো পাখি
থাকতো যদি ছোট্টো দুটি পাখা,
তোমার কাছে উড়ে যেতাম চলে
শ্রাবণ মেঘ যেমন দলে দলে
পার হয়ে যায় ঘন ছায়ায় ঢাকা
মস্ত শহর পাহাড় নদী বন,

বৃষ্টি ধারায় হঠাৎ পড়ে গলে
তেমনি আমার সঙ্গীহারা মন
চলেছে আজ হাওয়ার সঙ্গে ছুটে
ছোট্টো তোমার হাত দুখানির দিকে

যে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে গলা
বলেছিলে "আমায় চিঠি লিখে
পাঠিয়ে দিও ডাকওয়ালার হাতে",

হয়নি মিছে ঐ কথাটি বলা,
একলা বসে লিখছি তোমায় চিঠি
কাজের শেষে কাজল কালো রাতে,
যদিও তুমি পড়তে শেখনিকো,
বুঝবে নাকি আমার মনের কথা
তাড়াতাড়ি জবাব কিন্তু লিখো
কাগজ ভরে খানিক আঁকি-বুকি
অর্থ ছাড়া বানান-হারা ভাষা,

কালিতে আর ভালবাসায় মাখা
থাকতো যদি ছোট্টো দুটি পাখা
চিঠি পেয়েই উড়ে যেতাম চলে।

মনে জানি মিথ্যে এসব ভাবা
ভাগ্যে তবু এ-মিথ্যেটা আছে
অতি কষ্টে তাইতো জীবন বাঁচে
ইতি "তোমার হাত - পা বাঁধা বাবা"।

জেনে রাখো

ডাকওয়ালা — যে চিঠি দেয়

সঙ্গীহারা — যে বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছে।

অর্থছাড়া — যার কোন মানে হয় না।

কাব্যপরিচয়

হয়তো কোনো কাজের জন্য শিশু সন্তানকে ছেড়ে তার বাবা বহু দূরে কোনো শহরে গেছে । যাবার সময় শিশু তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল চিঠি লিখতে। বাবা জানে তার আদরের সন্তান পড়তে শেখেনি, কিন্তু শিশুর ভালবাসার আব্দার, তাই বাবা চিঠি লেখে। সন্তানকে জানায় সে যেন তার কালিতে বোলানো আঁকি-বুকি বাবাকে পাঠায় । বাবা তার সন্তানের কাছে যেন পাখি হয়ে উড়ে যেতে চায় । তার মনের ব্যাকুলতা নানা ধরনের মিথ্যে কল্পনা করে যায় । চাকুরী ছেড়ে ইচ্ছে মতো সন্তানের কাছে যেতে পারছে না সেইজন্য নিজেকে হাত - পা বাঁধা বাবা বলে জানিয়েছে ।

পাঠবোধ

খালি যায়গায় পাশের শব্দগুলি থেকে সঠিক শব্দটি ভরো

1. থাকতো যদি ছোট্টো দুটি ....।

(ডানা / পাখা / হাত)

2. .... মেঘ যেমন দলে দলে ।

(আষাঢ় / শ্রাবণ / শরৎ)

3. একলা বসে লিখছি তোমায় ....।

(কবিতা / চিঠি / গল্প)

4. কাজের শেষে .... কালো রাতে ।

(কাজল / মিশমিশে / কুচকুচে)

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

5. বাবা কাকে চিঠি লিখছে ?

6. বাবা কী হতে চেয়েছে ?

7. কোন মেঘ দলে দলে চলেছে ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

8. শিশু সন্তান বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কী বলেছিল ?

9. বাবা কীভাবে সন্তানের কাছে যেতে চেয়েছে ?

10. শিশু তার বাবাকে কীভাবে চিঠি লিখবে ?

11. 'বাবার চিঠি' কবিতাটির কবি কে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

12. বাবা তার শিশু সন্তানকে একলা বসে কী কথা চিঠিতে লিখেছে ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. পাখি, শ্রাবণ, ডাকওয়ালা

এই শব্দগুলি কোন পদ লেখো।

2. বাক্য রচনা করো

সঙ্গীহারা, বৃষ্টি, চিঠি, দলে দলে, মেঘ

3. নববর্ষের প্রণাম জানিয়ে বাবাকে একটি চিঠি লেখো ।

জানে শুধু মা

কৃষ্ণদয়াল বসু

ছোট্ট এতটুকু গল্প। তবু ভোলা যায় না কিছুতেই। একবার শুনলে মনে ছাপ রেখে যায় চিরদিনের মতো।

ঘটনাটি ঘটেছিল স্কট্‌ল্যাণ্ডে। সেখানে পাথরের খনি আছে অনেক। তখনকার দিনে কি-ক'রে পাহাড় ধ্বসিয়ে দিয়ে পাথর সংগ্রহ করা হত জানো? পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড এক গর্ত ক'রে তাতে বারুদ পুরে' তার সঙ্গে একটা পল্‌তে জুড়ে দেওয়া হত; তারপর, সব যখন প্রস্তুত, তখন বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে ঘন্টা বেজে উঠত, অম্‌নি পল্‌তেয় আগুন ধরিয়ে দিয়ে লোকজন সব স'রে পড়ত। খানিকটা দূরে একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে তারা প্রতি মুহূর্তে বিস্ফোরণের প্রতীক্ষা করত।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. 'জানে শুধু মা' গল্পের ঘটনাটি কোথাকার ?
> 2. স্কটল্যান্ডে কিসের অনেক খনি আছে ?

একদিন এই সময়ে এক অঘটন ঘটল। পল্‌তেয় আগুন জ্বেলে দিয়ে যখন লোকজন সবাই স'রে পড়েছে, হঠাৎ দেখা গেল বছর-তিনেকের ছোট্ট একটি ছেলে সকলের চোখ এড়িয়ে কখন সেই পাহাড়ের ধারে খোলা জায়গাটার উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিতান্তই অবোধ সরল এক শিশু। সে জানে না, ভাবতেও পারেনি, মৃত্যু একেবারে তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বীভৎস সেই মৃত্যু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তাকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে

যাবে ।

এখন উপায় ? কেমন ক'রে বাঁচানো যায় ঐ নির্বোধ নির্ভয় অসহায় শিশুকে? লোকজন সেখানে যারা ছিল তারা কী যে করবে কিছু ভেবে না পেয়ে কেবল মহাব্যস্ত হয়ে হাতমুখ নেড়ে সবাই একসঙ্গে চিৎকার ক'রে ওকে ডাকতে লাগল, 'ওরে আয় আয় ছুটে পালিয়ে আয় শীগগির !—'

কিন্তু কে কার কথা শোনে । ছেলেটি যেখানে ছিল সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এদের পানে চেয়ে আছে । এতগুলি লোকের ঐ বিকট চিৎকার শুনে আর অমন-সব অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী দেখে তার ভারি মজা লাগছে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে, — তার নড়বার নামও নেই । এদিকে এদের একটি লোকেরও এমন সাহস নেই যে ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে আসে। কে জানে, যদি সেই মুহূর্তেই বিস্ফোরণ হয় তাহলেই তো সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ ।

ঠিক এমনি সময়ে ঐ লোকগুলির মাঝখানে ছুটে এসে দাঁড়াল ছেলেটির মা। একবার সে চেয়ে দেখল । ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার তিলার্ধ দেরি হল না । তখন সহসা সে এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসল যা কেবল মায়েরাই পারে। জগতে এক মা ছাড়া এ কৌশল আর কারো জানবার কথাও নয়।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে ঘন্টা বাজার পর কী করা হোত ?
> 2. পল্‌তেয় আগুন জ্বালাবার পর কী ছেয়ে গেল ?

কী করল সে ? ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল ? না। ছেলে ভয় পাবে যে।

তবে কি সে নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ছেলের কাছেই ছুটে গেল ?

না, তাও নয় । ছেলেও ছুটে পালাতে গিয়ে মৃত্যুর মুখেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তাহলে।

তাই, এসব কিছুই সে করল না । মুখে একটি কথাও না ব'লে, যেখানে

এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে, সে কেবল তার দু'খানি হাত ব্যাকুল আগ্রহে বাড়িয়ে দিল ছেলেটির পানে ।

এ ইঙ্গিত ব্যর্থ হল না, এই নীরব আকুল আহ্বান । মায়ের হৃদয়ে সন্তানের জন্যে চিরদিন যে-অমৃত লুকানো থাকে, এ যে তারই অমোঘ আকর্ষণ । আর কি ছেলে দূরে থাকতে পারে ? যেখানে, যতদূরেই সে থাক্ — স্নেহের ঐ বাঁধনে ধরা দিতে তাকে যে আসতেই হবে ছুটে !

সহসা প্রচণ্ড শব্দে ভীষণ এক বিস্ফোরণ হয়ে আকাশ-বাতাস মাটি থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠল।

শিশুটি কোথায় ?

সে তখন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—মৃত্যুর মুখে নয়— তার মায়ের বুকে !

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সবাই মহাব্যস্ত হয়ে শিশুটিকে কী বলে ডাকতে লাগল ?
2. আকাশ বাতাস মাটি থর্ থর্ করে কেন কেঁপে উঠল ?

জেনে রাখো

স্কটল্যান্ড	— একটি দেশের নাম	**প্রতিমুহূর্ত**	— প্রতিক্ষণে
প্রকান্ড	— খুব বড়	**প্রতীক্ষা**	— অপেক্ষা করা
প্রস্তুত	— তৈরি করা, বা হওয়া	**নির্বোধ**	— যার কোন বোধ নেই।
পল্‌তে	— প্রদীপের সল্‌তে	**বীভৎস**	— খুব খারাপ।
কৌশল	— কায়দা	**ব্যাকুল**	— অস্থির।

পাঠপরিচয়

স্কট্‌ল্যান্ডে অনেক পাথরের খনি আছে। সেই খনিগুলিতে বিস্ফোরণের সাহায্যে পাথর সংগ্রহ করা হত। একবার ঐ বিস্ফোরণের মুহূর্তে একটি অবোধ শিশু দাঁড়িয়েছিল। মৃত্যু হতে পারে সে জ্ঞানও তার ছিল না। কিন্তু তার মা ঐ মুহূর্তে পৌঁছে গিয়ে নিজের উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে সেই শিশুর প্রাণ রক্ষা করেন। এতেই আমরা বুঝতে পারি মায়ের মমতার সঙ্গে সংসারের কারোর তুলনা হয় না।

পাঠবোধ

খালি যায়গায় সঠিক উত্তরটি বেছে লেখো

1. (ক) বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে .... বেজে উঠত।

(ঢোল / ঘন্টা)

(খ) দাঁড়িয়ে তারা প্রতিমুহূর্তে .... প্রতীক্ষা করত।

(বোম ফাটার / বিস্ফোরণের)

(গ) নিতান্ত অবোধ সরল এক .... ।

(ছেলে / মেয়ে / শিশু)

(ঘ) অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী দেখে তার ভারি .... লাগছে ।

(কান্না / হাসি / মজা)

সংক্ষেপে লেখো

2. শিশুটির কেন মজা লাগছিল ?

3. মা অসহায় ছেলেটির সামনে কোন কথা না বলে, কোথায় কিভাবে বসে পড়ে ?

4. মাকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে ছেলেটি কী করে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

5. মা কী ভাবে তাঁর শিশুটিকে রক্ষা করলেন, বুঝিয়ে লেখো ।

6. পাথর সংগ্রহ করার জন্যে কী ভাবে পাহাড়গুলিকে ধ্বসানো হতো ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. ক্রিয়াপদের নিচে দাগ দাও

রামু খেলছে ।	রমেন ঘরে বসে খাচ্ছে ।
মীরা বই পড়ছে ।	ছেলেটি কাঁদছে ।

2. বাক্য রচনা করো

বিস্ফোরণ	নির্বোধ
সঙ্কেত	নির্ভয়
প্রতীক্ষা	হাঁটুগেড়ে
নিশ্চিহ্ন	অবোধ

3. বানান ঠিক করে লেখো

শঙ্কেত	দিসেহারা
সিগগির	কৌসল
মূহুর্তে	চিত্তকার
ভিষন	

টুপুর যখন পড়ুয়া

প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়

পড়ছে সে সারাদিন ধরে
মুখ গুঁজে বইয়ের ভিতরে,
ডাকলেও সাড়া পাওয়া ভার
এমনই পড়ার নেশা তার ।

বই চাই খেতে বসে হাতে,
বই চাই রাতে, বিছানাতে,
বই চাই গ্রীষ্মে কি শীতে,
বই চাই যে-কোনও ছুটিতে ।

ভুলে যায় স্নান-খেলা-হাওয়া,
দুটো চোখ যেন ভুতে পাওয়া
গিলে খায় বইয়ের ভিতর
রাশি রাশি খুদে অক্ষর ।

দিন-রাত সকাল দুপুর
বই মুখে উপুড় টুপুর,
আর কোনও দিকে নেই মন,
বই ছাড়া বৃথাই জীবন ।

এত পড়ে, তবু মেয়েটার
ঘুচলনা বদনাম ভার,
নিশিদিন শোনে গঞ্জনা —
আর কবে হবে পড়াশোনা ?

কেন শোনে, নেই নাকি মাথা ?
বলি তবে আসল কথাটা,
যা নিয়ে সে মগ্ন, অথই,
ভাবখানা-পড়ছি কতই,
সব শুধু গল্পের বই

জেনে রাখো

পড়ুয়া — যে পড়ে

রাশি রাশি — অনেক, প্রচুর

খুদে — খুব ছোট

বৃথাই — অকারণ

নিশিদিন — রাতদিন, সবসময়

গঞ্জনা — বকুনি

মগ্ন — মেতে থাকা

কাব্য পরিচয়

টুপুর নামে মেয়েটি সারাদিন বই পড়ে । বই পড়াতে সে এতই মগ্ন হয়ে থাকে যে স্নান, খাওয়া, খেলাও ভুলে যায় । এমনকি ডাকলেও সারা পাওয়া যায় না । এত পড়াশোনা করে অথচ পরীক্ষার ফল ভালো নয়। সবার বকুনি তাকে শুনতে হয় । এর আসল কারণটি ধরা পড়ে, সে সারাদিন পড়ার বই নয় কেবল গল্পের বই পড়ে।

পাঠবোধ

সংক্ষেপে লেখো

1. পড়ুয়া কাকে বলে ?
2. পড়ুয়া মেয়েটির নাম কি ?
3. পড়ুয়া মেয়েটির কিসের নেশা ?
4. টুপুরকে ডাকলে কেন সড়া পাওয়া যায় না ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

5. টুপুর সব সময় বই পড়ত তবুও তাকে কেন গঞ্জনা শুনতে হোত ? বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

ভিতর	আসল
সকাল	বদনাম
দিন	ভুল

2. বাক্য রচনা করো

সারাদিন খেলা পড়শোনা মগ্ন ছুটি

3. কাকাকে তোমার প্রিয় কোনো বই আনবার জন্য চিঠি লেখো ।

ছবি ও গল্প

সুকুমার রায়

ছবির টানে গল্প লিখি নেইক এতে ফাঁকি
যেমন ধারা কথায় শুনি হুবহু তাই আঁকি।

পরীক্ষায় গোল্লা পেয়ে হাবু ফেরেন বাড়ি

চক্ষু দুটি ছানাবড়া মুখখানি তার হাঁড়ি

রাগে আগুন হলেন বাবা সকল কথা শুনে

আচ্ছা ক'রে পিটিয়ে তারে দিলেন তুলো ধুনে

মারের চোটে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় ক'রে তোলে

শুনে মায়ের বুক ফেটে যায় 'হায় কি হল' ব'লে

পিসী ভাসেন চোখের জলে কুট্‌নো কোটা ফেলে

আহ্লাদেতে পাশের বাড়ি আটখানা হয় ছেলে